এশিয়া – ১

শাহরিয়ার নেওয়াজ

আজকের টপিক

- দক্ষিণ এশিয়া

পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের ৩০%

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬০%

জাতিসংঘ ভুক্ত স্বাধীন দেশ – ৪৪ টি

(ASIAN)
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TURKMENISTAN
TAJIKISTAN
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
JAPAN
(ASIAN)
TURKEY
CYPRUS
SYRIA
LEBANON
ISRAEL
PAL.
JORDAN
IRAQ
IRAN
AFGHANISTAN
CHINA
Sinai Peninsula (EGYPT)
KUWAIT
PAKISTAN
NEPAL
BHUTAN
BAHRAIN
QATAR
U.A.E.
SAUDI ARABIA
INDIA
BANGLA-DESH
MYANMAR (BURMA)
LAOS
TAIWAN
OMAN
YEMEN
THAILAND
VIETNAM
CAMBODIA
PHILIPPINES
SRI LANKA
MALDIVES
BRUNEI
MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA
EAST TIMOR (TIMOR-LESTE)

ভৌগোলিক ভাবে এশিয়া মহাদেশ কে ৫ টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়া - ৮ টি

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া - ১১টি

দূর প্রাচ্য- ৫ টি

মধ্য এশিয়া- ৫ টি

মধ্য প্রাচ্য – ১৫ টি

দক্ষিণ এশিয়া

CHINA
IRAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
INDIA
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR
SRI LANKA
MALDIVES
ARABIAN SEA
Bay of Bengal
INDIAN OCEAN
Ⓐ Administered by Pakistan; claimed by India
Ⓑ Administered by India
Ⓒ Administered by China; claimed by India
Ⓓ Administered by India; claimed by China
0 200 400 mi
0 200 400 km
© Encyclopædia Britannica, Inc.

SAARC

South Asian Association for Regional Cooperation

দক্ষিণ এশিয়া

সার্কভুক্ত ৮টি দেশ

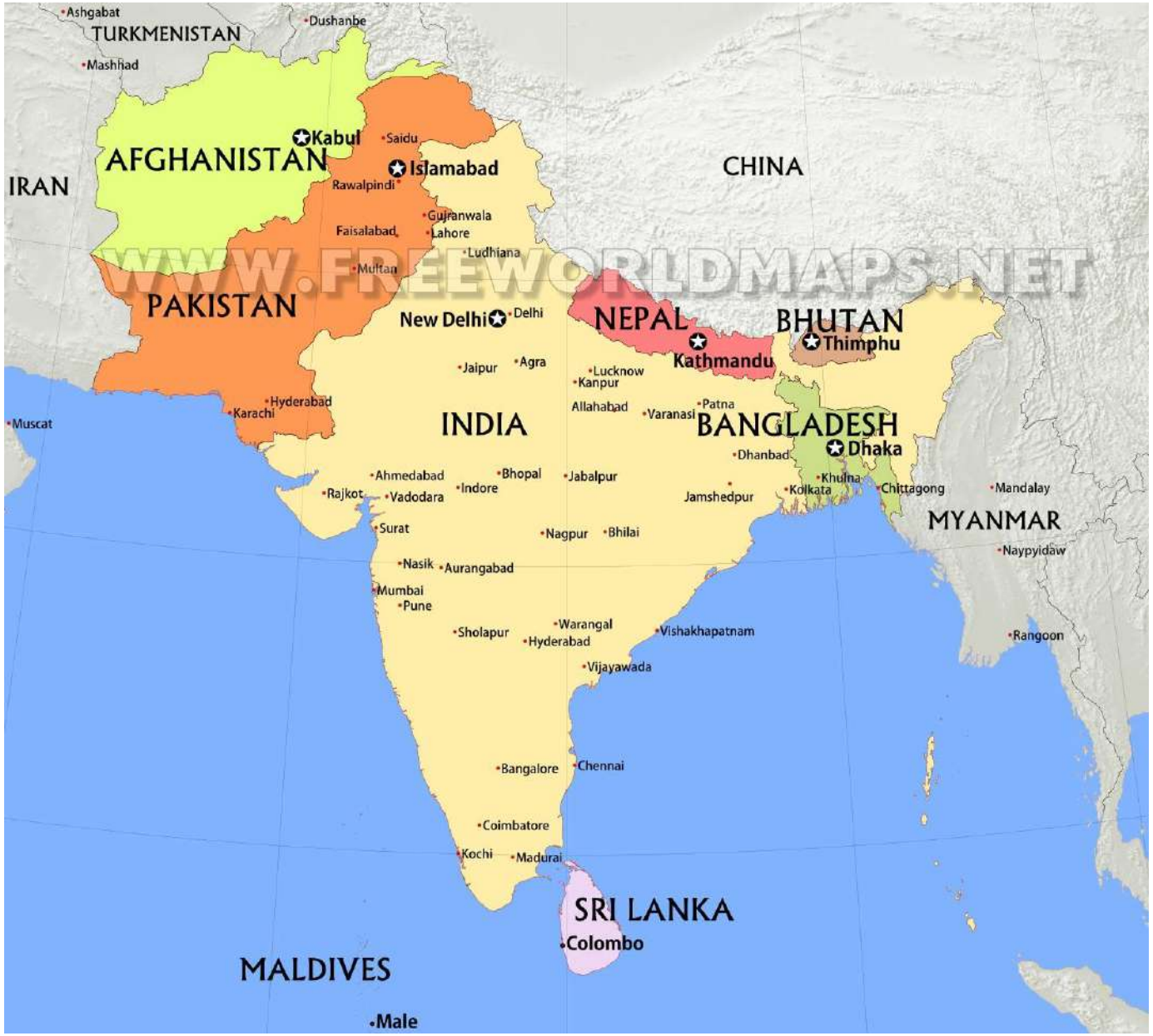

SAARC

- দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা
- প্রতিষ্ঠিত: ১৯৮৫
- সচিবালয়: কাঠমুন্ডু, নেপাল

সার্কের সর্বশেষ সদস্য

আফগানিস্তান

পর্যবেক্ষক ৯ টি

চীন, জাপান, মিয়ানমার, দক্ষিন কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, ইইউ

প্রথম মহাসচিব- আবুল আহসান

বর্তমান মহাসচিব

গোলাম সারোয়ার

সার্কের ভাষা ১০টি

অফিসিয়াল ভাষা - ইংরেজি

সার্কের মূলনীতি

- এ সংস্থার যে কোন সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে। (১০০ ভাগ হ্যাঁ ভোট লাগবে)।
- দ্বিপক্ষীয় বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো এ সংস্থার সভায় তোলা যাবে না।

সহযোগিতার ক্ষেত্র ১৩ টি

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, আবহাওয়া, টেলিযোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা, পরিবহণ, ডাক সার্ভিস এবং ক্রীড়া শিল্প ও সংস্কৃতি।

সার্কের ৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম

কেন্দ্র	অবস্থান
কৃষি	ঢাকা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	গুজরাট
যক্ষা ও এইডস	কাঠমান্ডু
শক্তি	ইসলামাবাদ
সাংস্কৃতিক	কলম্বো

সার্কের সর্বশেষ সম্মেলন – কাঠমান্ডু, ২০১৪

বাংলাদেশে সম্মেলন হয়

৩ বার

২০১৬ সালে ১৯ তম সম্মেলন হওয়ার কথা ছিলো পাকিস্তানে।

SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)

স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৯৩

কার্যকর হয় - ১৯৯৫

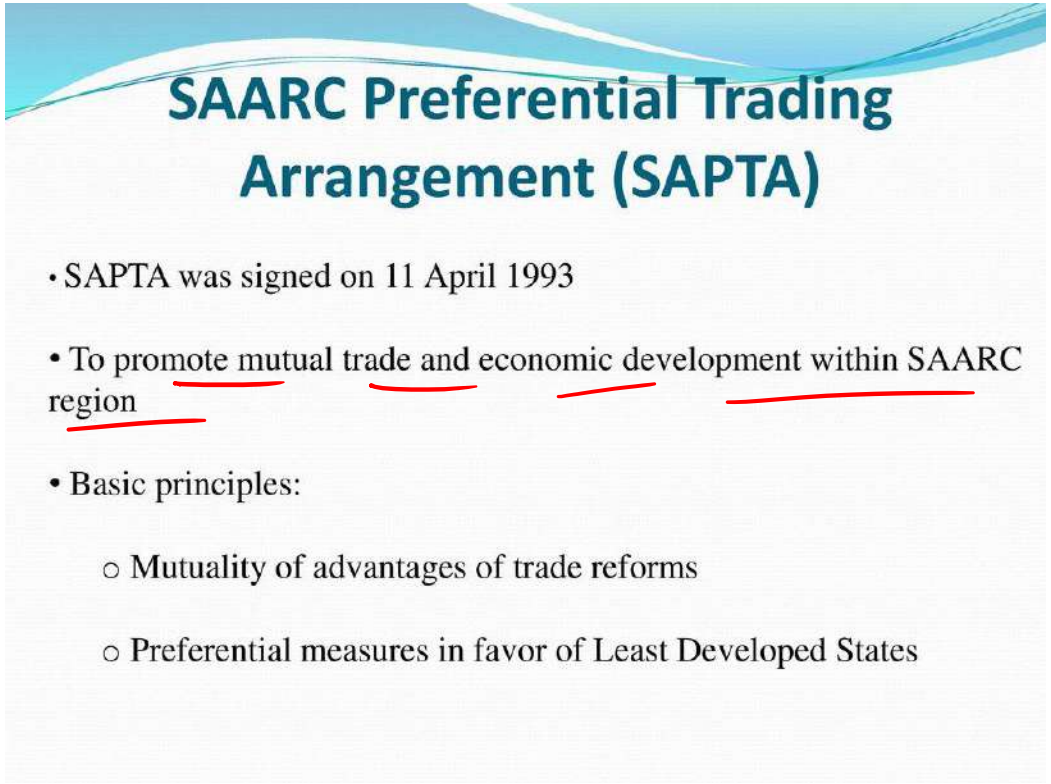

South Asian Free Trade Area (SAFTA)

স্বাক্ষরিত হয় - ২০০৪

কার্যকর হয় - ২০০৬

Republic of India

সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ

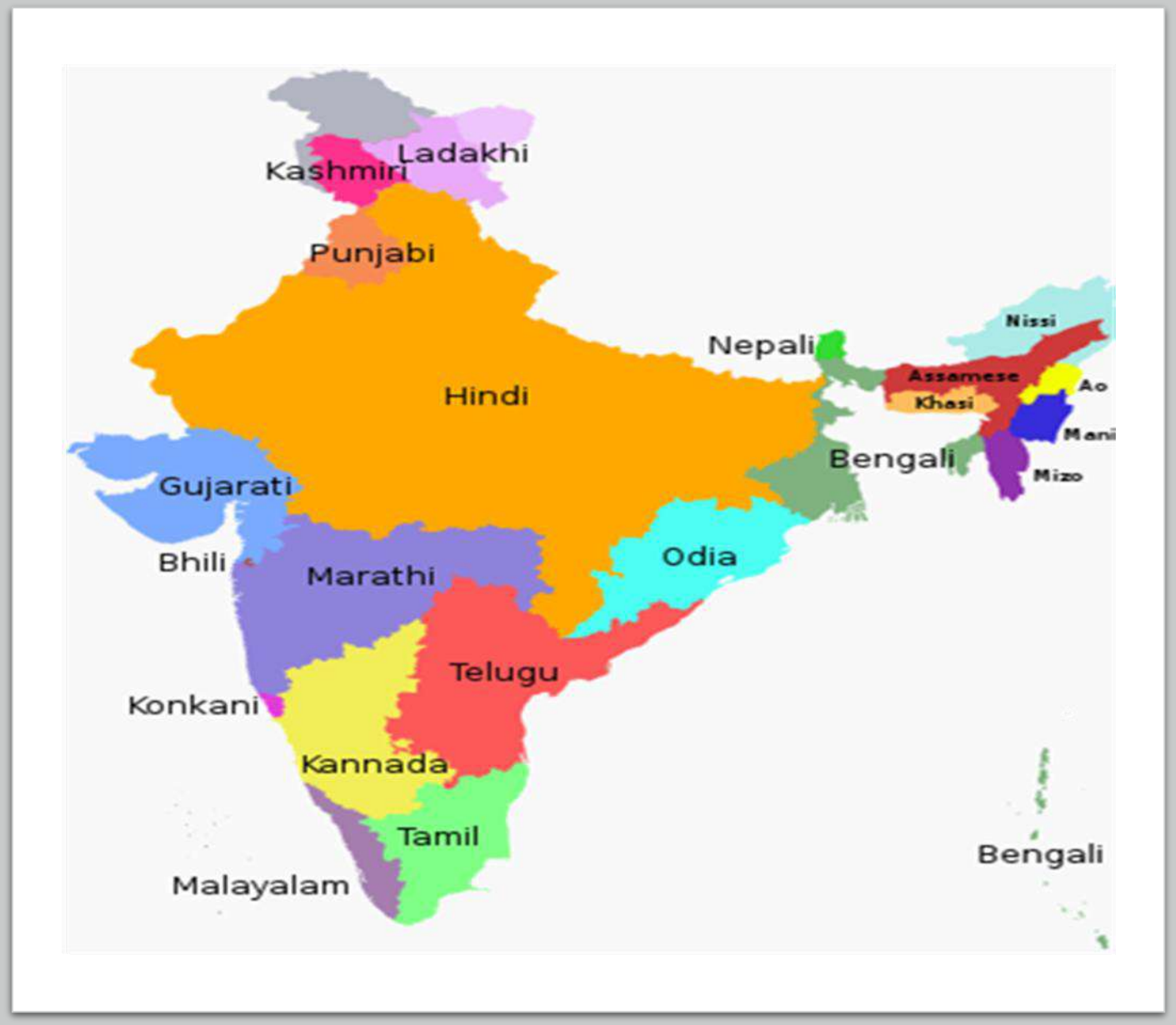

সিন্ধু সভ্যতা

- অপর নাম ‘নগর সভ্যতা’
- ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা
- দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল

- সিন্ধু সভ্যতার শহর – মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা
- আবিষ্কৃত – ১৯২১ সাল

- আবিষ্কার করেন – রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল

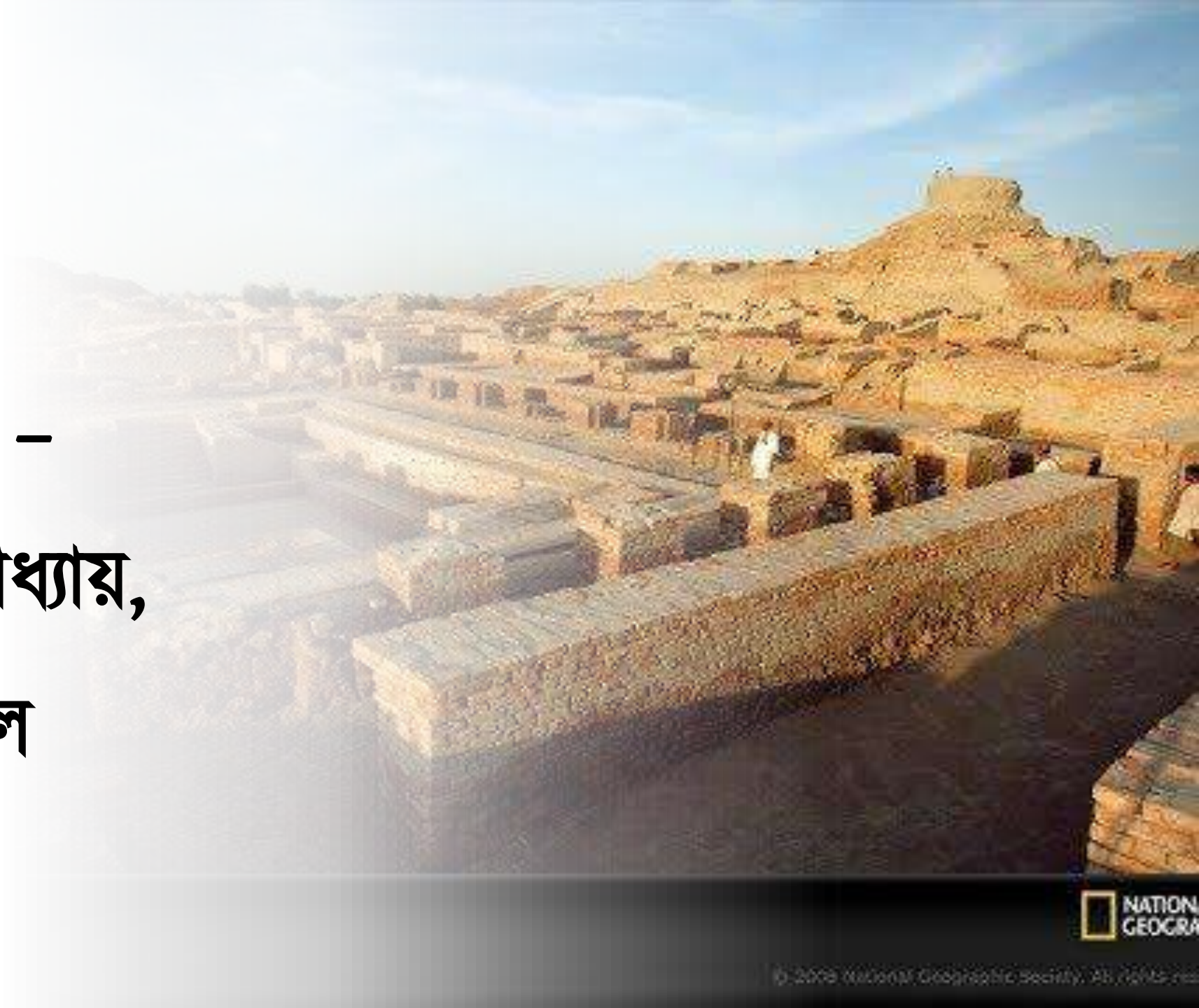

- সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম পরিকল্পিত নগরায়নের ধারণা দেয়-সিন্ধু সভ্যতা
- পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন হয়।

স্বাধীন হয়: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

সংবিধান কার্যকর: ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০

প্রজাতন্ত্র দিবস: ২৬ জানুয়ারি

ভারতের সাথে ৭ টি দেশের সীমান্ত

বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, চীন, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান

জল স্থল মিলিয়ে মোট (শ্রীলংকা সহ) – ৮টি দেশের সীমানা রয়েছে ভারতের সাথে।

পক প্রণালী

- সংযুক্ত করেছে: বঙ্গোপসাগর + মান্নার সাগর (আরব সাগর)
- পৃথক করেছে: ভারত – শ্রীলংকা

লাইন অব কন্ট্রোল পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত।

লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল ভারত-চীন সীমান্ত।

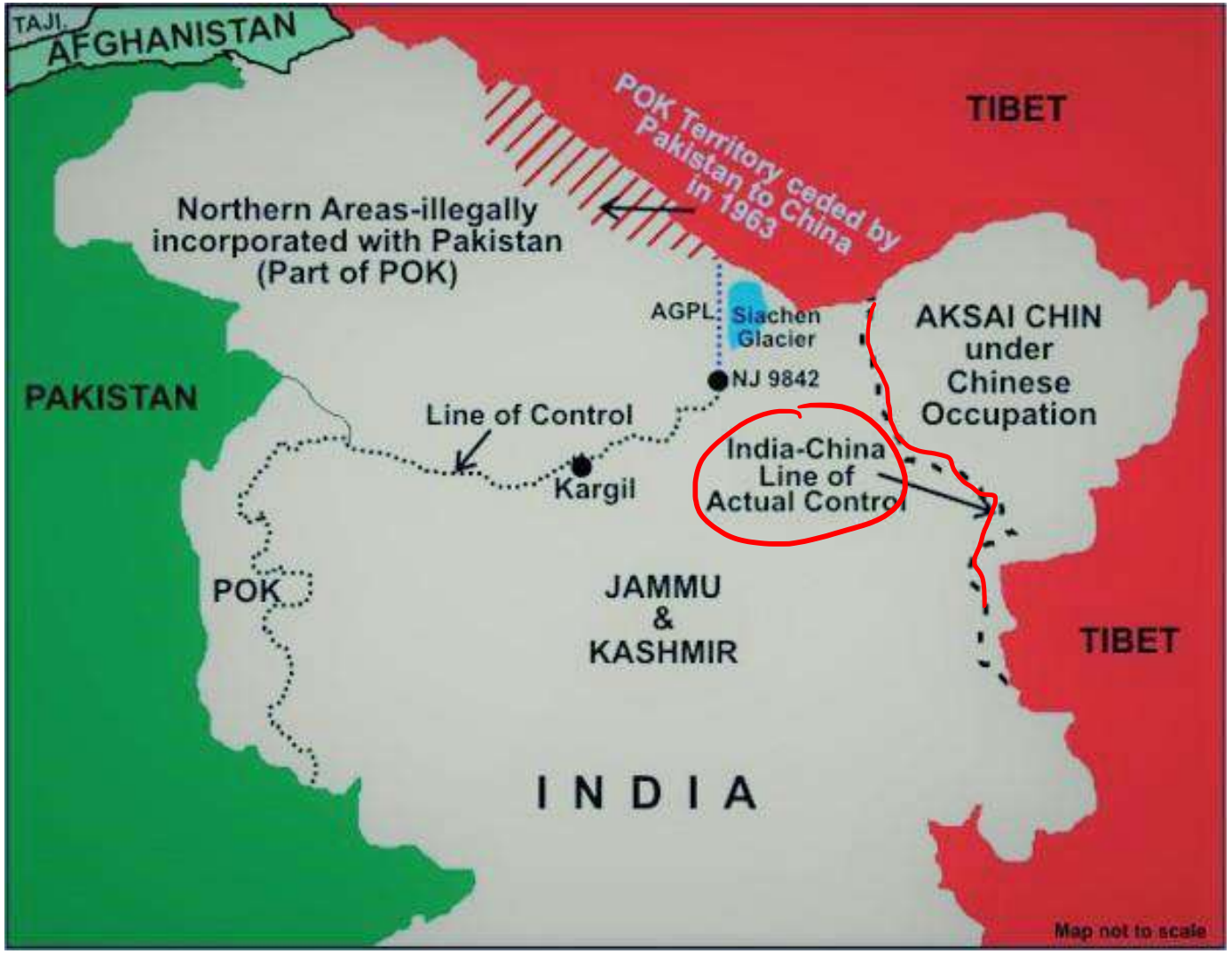

ম্যাকমোহোন লাইন

চীন – ভারত সীমান্ত।

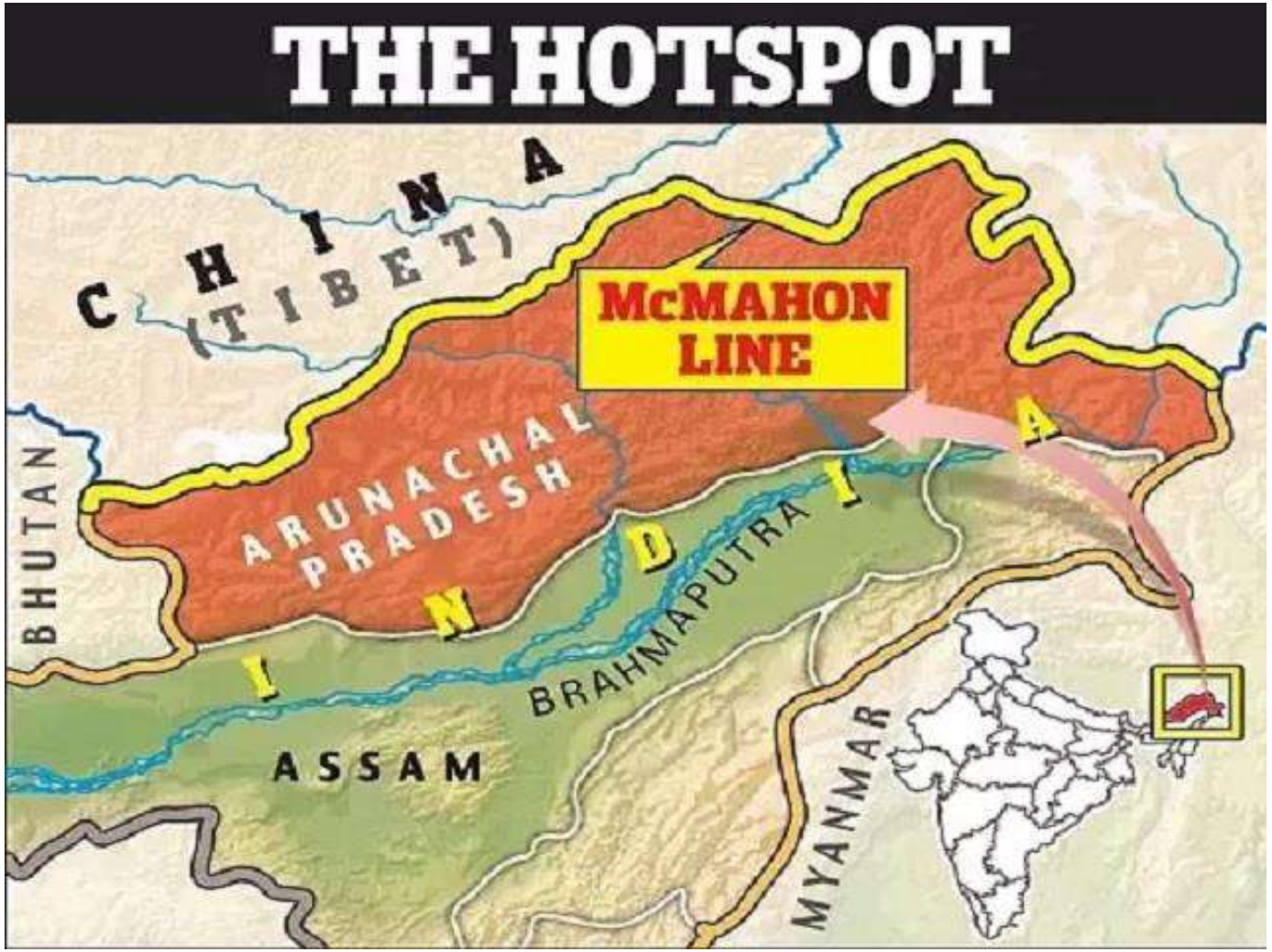

আইনসভা

- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট
- আইনসভা ভবনের নাম – সংসদ ভবন

ভারতের আইনসভা

নিম্নকক্ষ – লোকসভা (House of the People)

আসন – ৫৪৩ টি

সরকার গঠন করতে দরকার হবে – ২৭২টি আসন

ভারতের আইনসভা

উচ্চ কক্ষ – রাজ্যসভা

(Council of State)

আসন – ২৩৮টি

রাজ্যগুলোর আইনসভার নাম

বিধানসভা

ভারতের প্রদেশ/ রাজ্য সংখ্যা – ২৮ টি

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল – ৮ টি

- আন্দামান ও নিকোবর।
- চণ্ডীগড়
- দাদড়া ও নগড় হ্যাভেলি এবং দামান ও দিউ
- লাক্ষ্মা দ্বীপ
- রাজধানী দিল্লি
- পন্ডিচেরি
- জম্মু ও কাশ্মীর
- লাদাখ

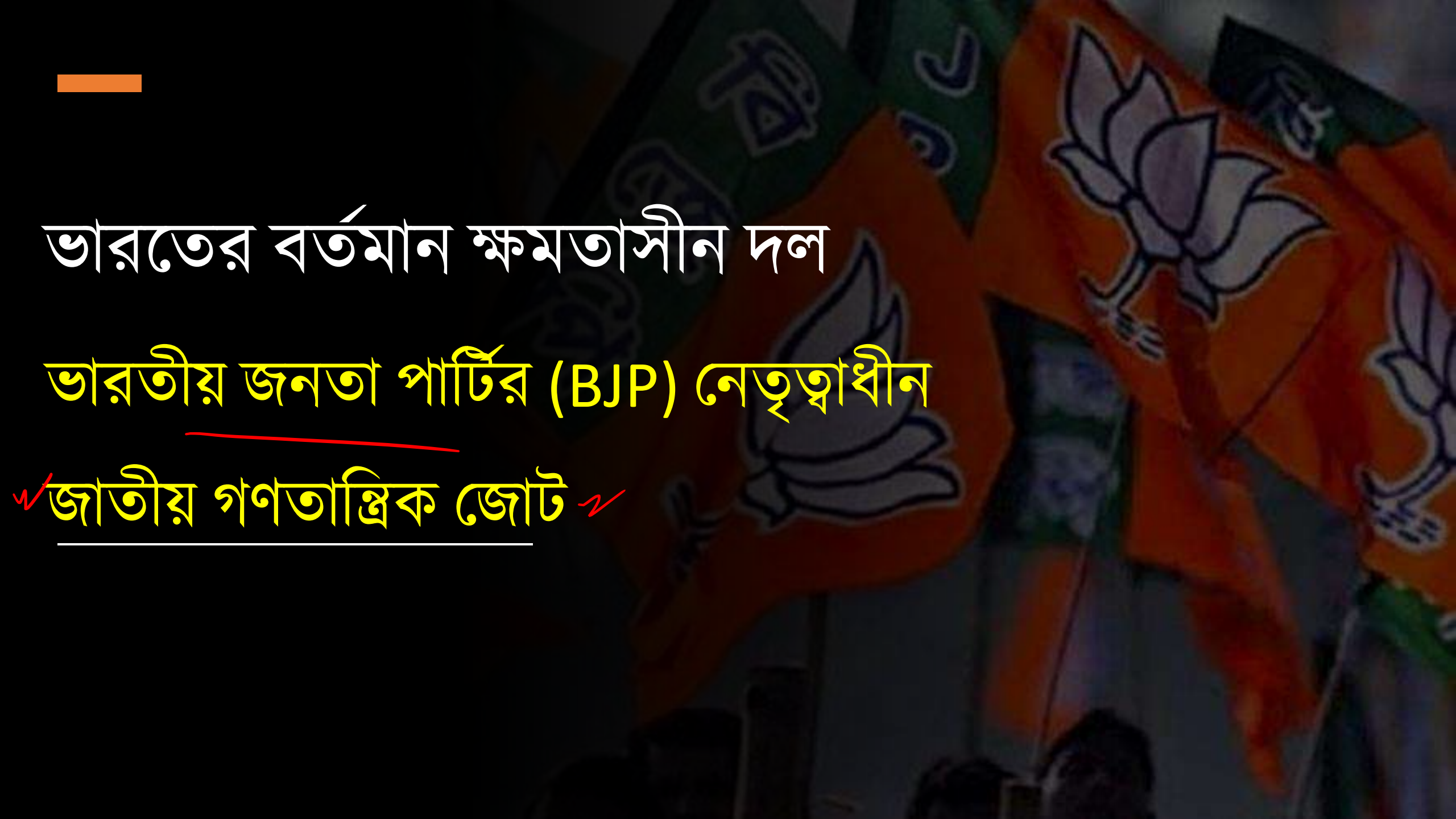

ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল

ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) নেতৃত্বাধীন

জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট

ভারতের

জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধী

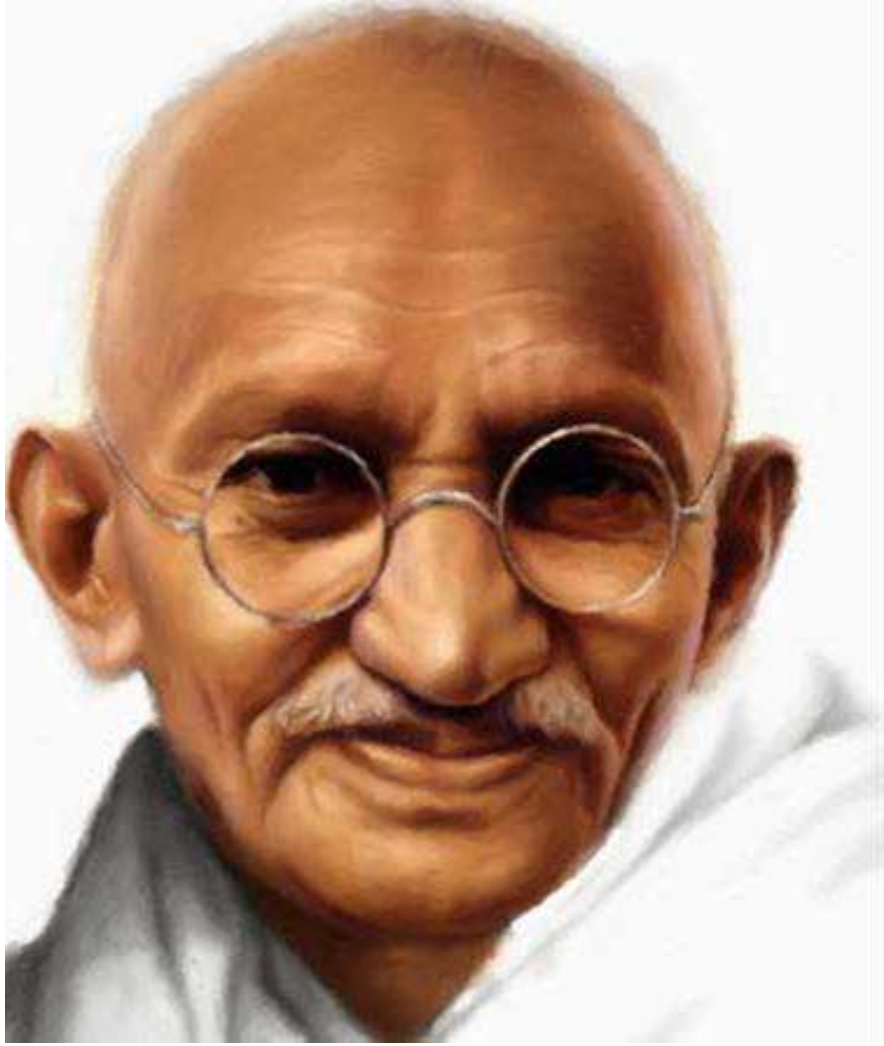

মহাত্মা গান্ধী

- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি) এর নেতৃত্ব দেন।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'The Stroy of My Experiments with Truth'

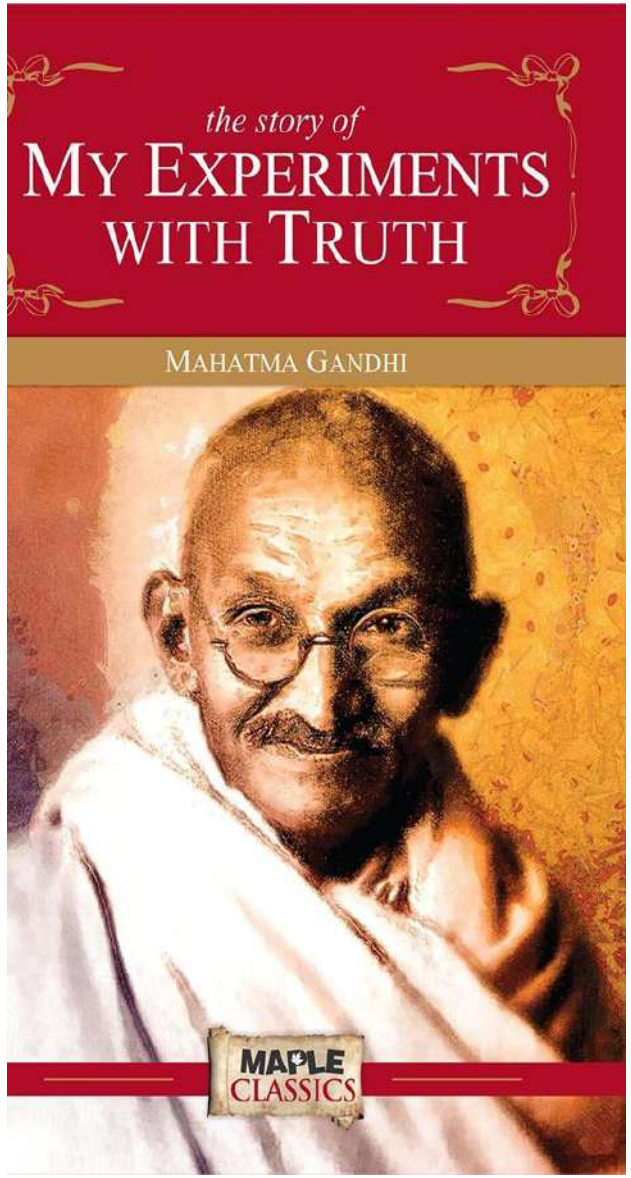

জওহরলাল নেহেরু

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহেরু এর লেখা বই

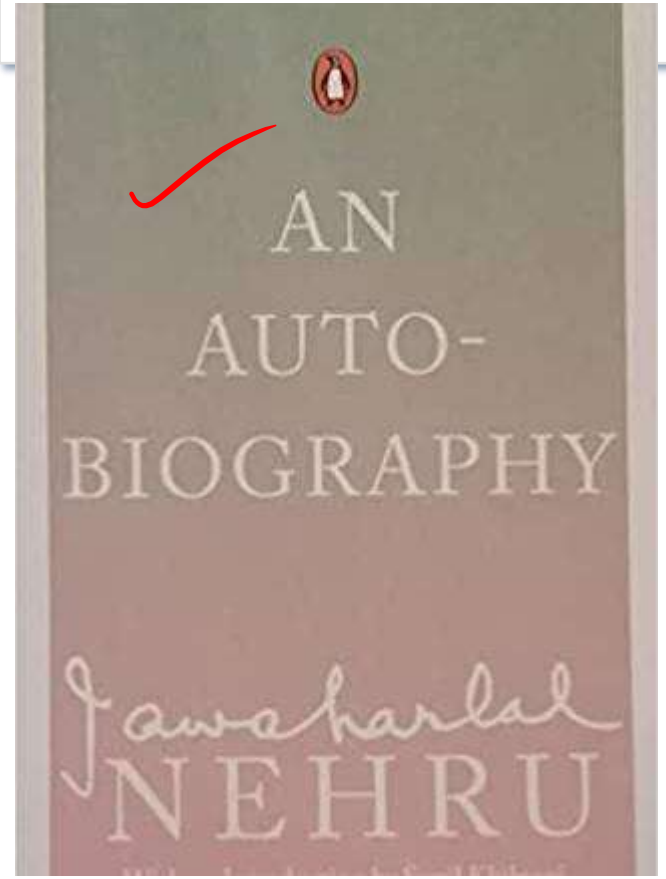

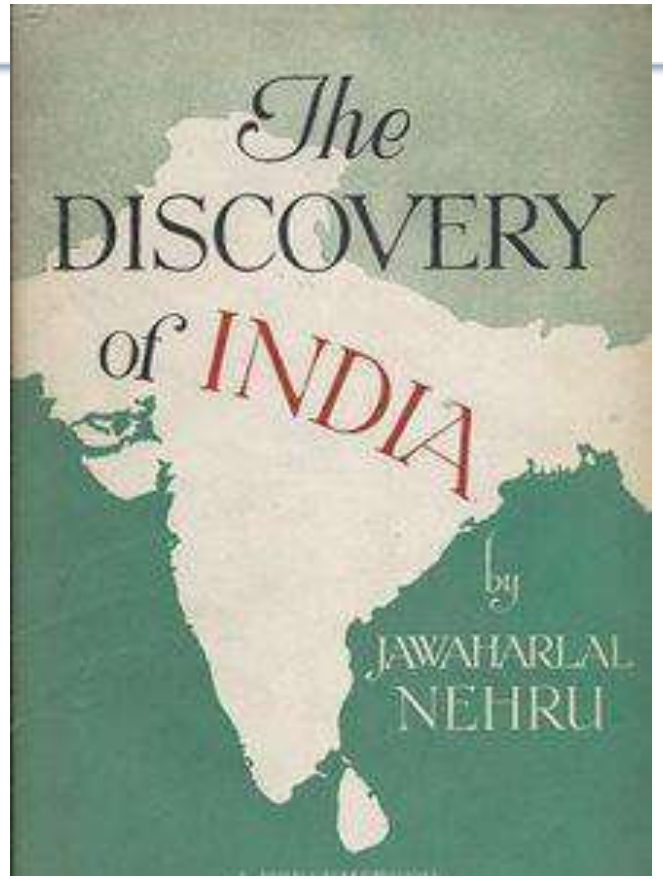

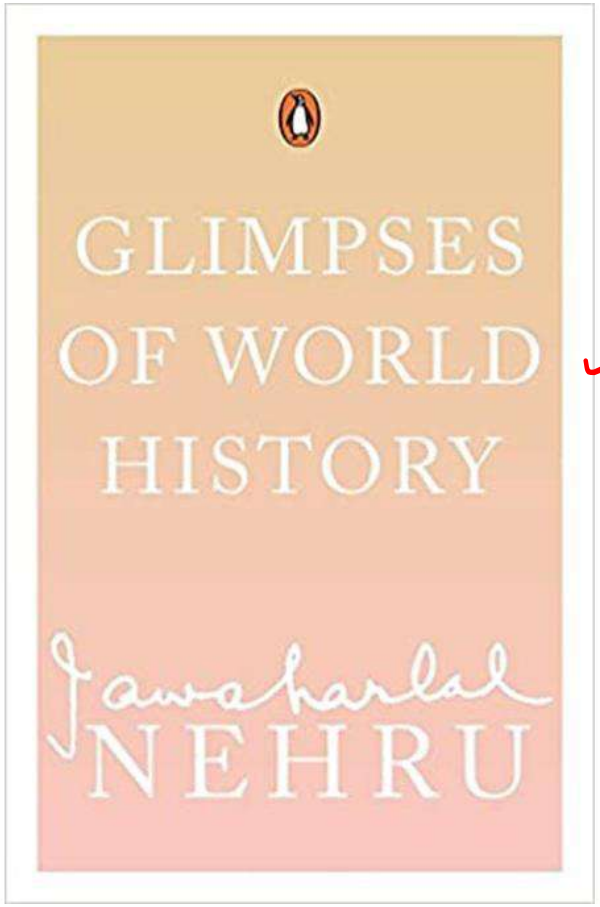

ইন্দিরা গান্ধী

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

নিহত হন: ১৯৮৪ (দেহরক্ষীর গুলিতে)

মানমোহন সিং

তাকে Father of Indian Economic Reforms বলা হয়।

নরেন্দ্র মোদী

- গুজরাটের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী।
- বর্তমান ও ১৪ তম প্রধানমন্ত্রী
- ‘প্রতিবেশী প্রথম নীতির প্রবক্তা’

প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন

লোক কল্যাণ মার্গ

প্রেসিডেন্ট

রাজেন্দ্র প্রসাদ: স্বাধীন ভারতের ১ম রাষ্ট্রপতি

প্রতিভা পাতিল: ১ম নারী রাষ্ট্রপতি

প্রণব মুখোপাধ্যায়: ১ম বাঙ্গালী রাষ্ট্রপতি

ভি ভি গিরি

বাংলাদেশের সংসদ ভবনে ভাষণ দেওয়া ২য় বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান।

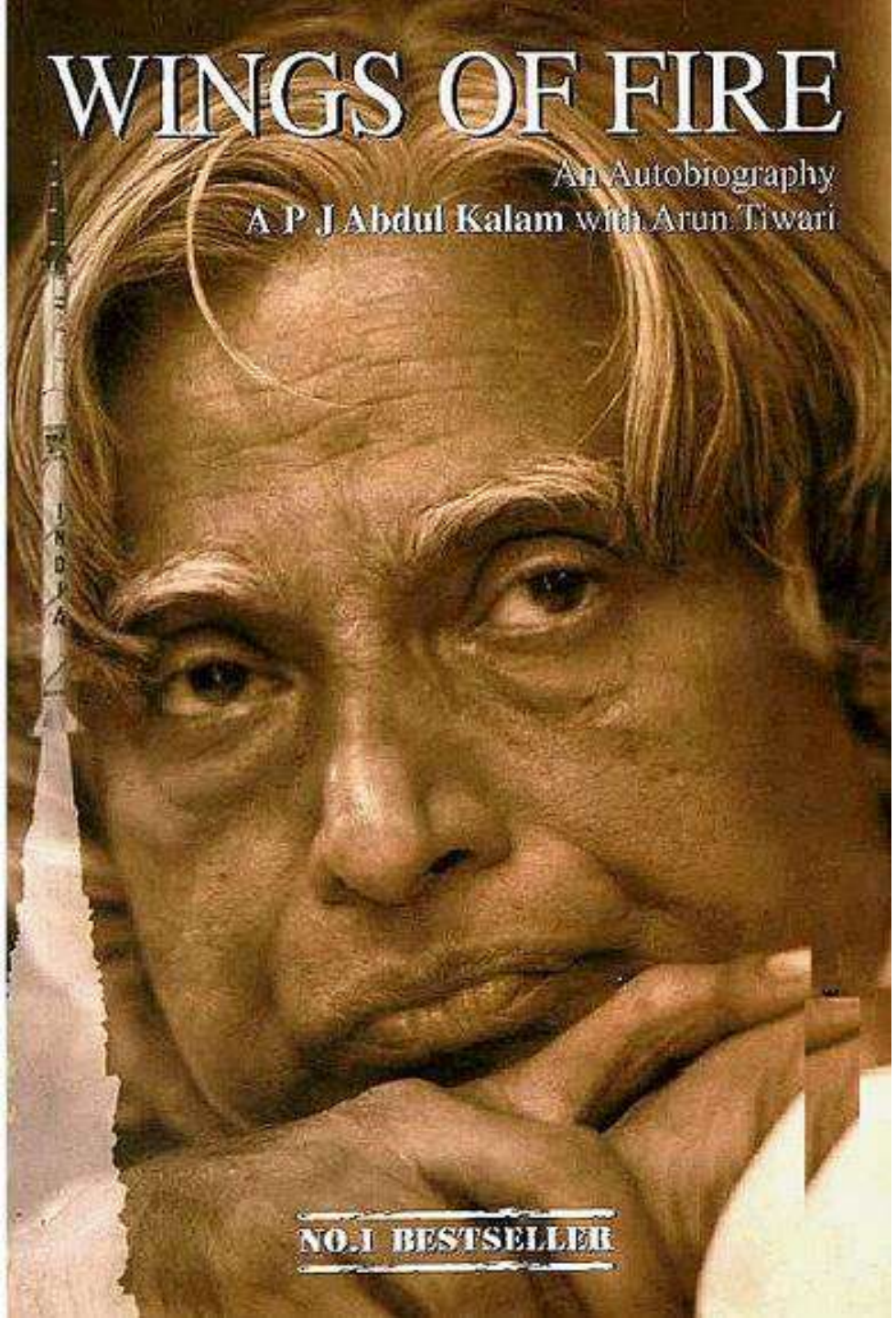

এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

- Missile Man of India
- ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযানবাহী রকেট আবিষ্কার

১৫ তম President

দ্রৌপদী মুর্মু

বাসভবন - রাইসিনা হিলস

অর্থমন্ত্রী- নির্মলা সীতারমন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী- শুভ্রামানিয়াম জয়শংকর

Seven sisters

চিকেন নেক

পশ্চিমবংগের

শিলিগুড়িতে

প্রশস্ততা - ২১-৪০

কি. মি.

অরুনাচল প্রদেশ

রাজধানী – ইটানগর

মিজোরাম

রাজধানী – আইজল

ত্রিপুরা

রাজধানী – আগরতলা

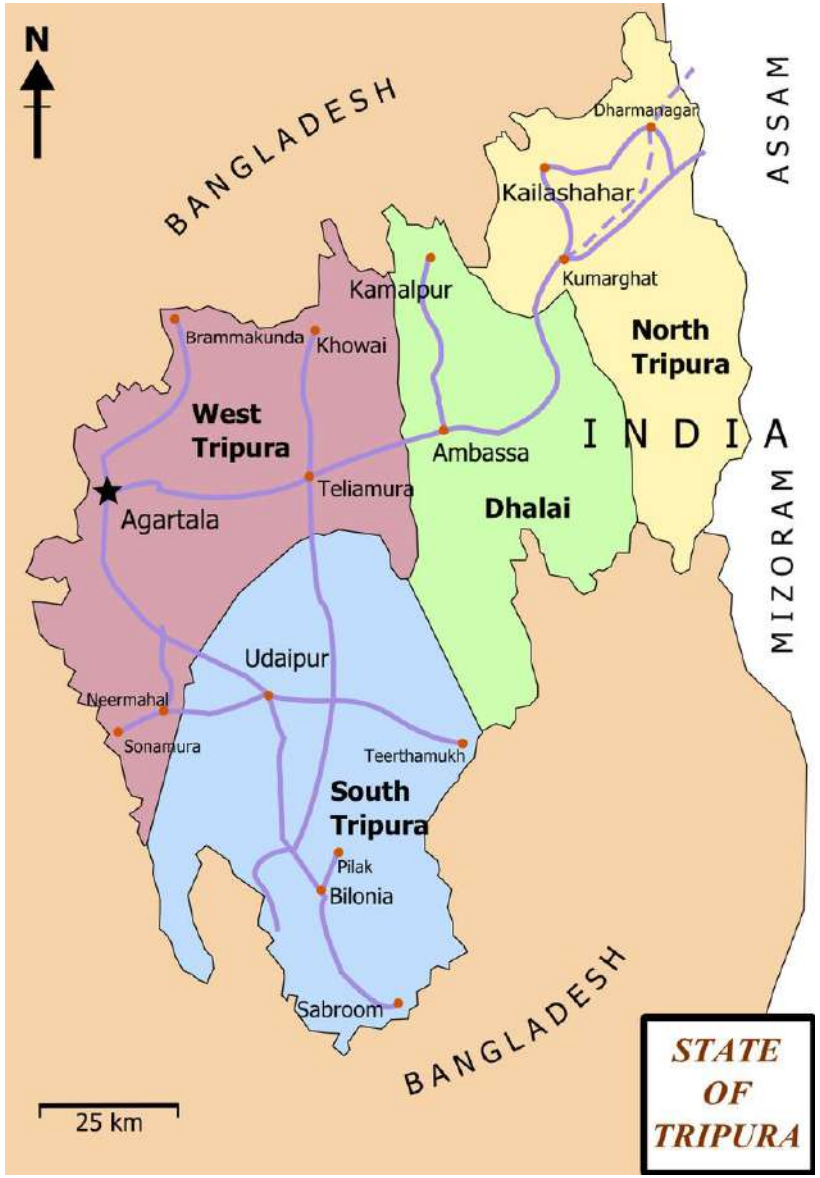

নাগাল্যান্ড

রাজধানী – কোহিমা

মেঘালয়

রাজধানী – শিলং

MEGHALAYA
N
ASSAM
Nongpoh
EAST GARO HILLS
William Nagar
Tura
WEST KHASI HILLS
SHILLONG
EAST KHASI HILLS
Jawai
JAINTIA HILLS
WEST GARO HILLS
SOUTH GARO HILLS
Baghmara
www.toptourguide.com

আসাম

রাজধানী – দিসপুর

মনিপুর

রাজধানী – ইম্ফল

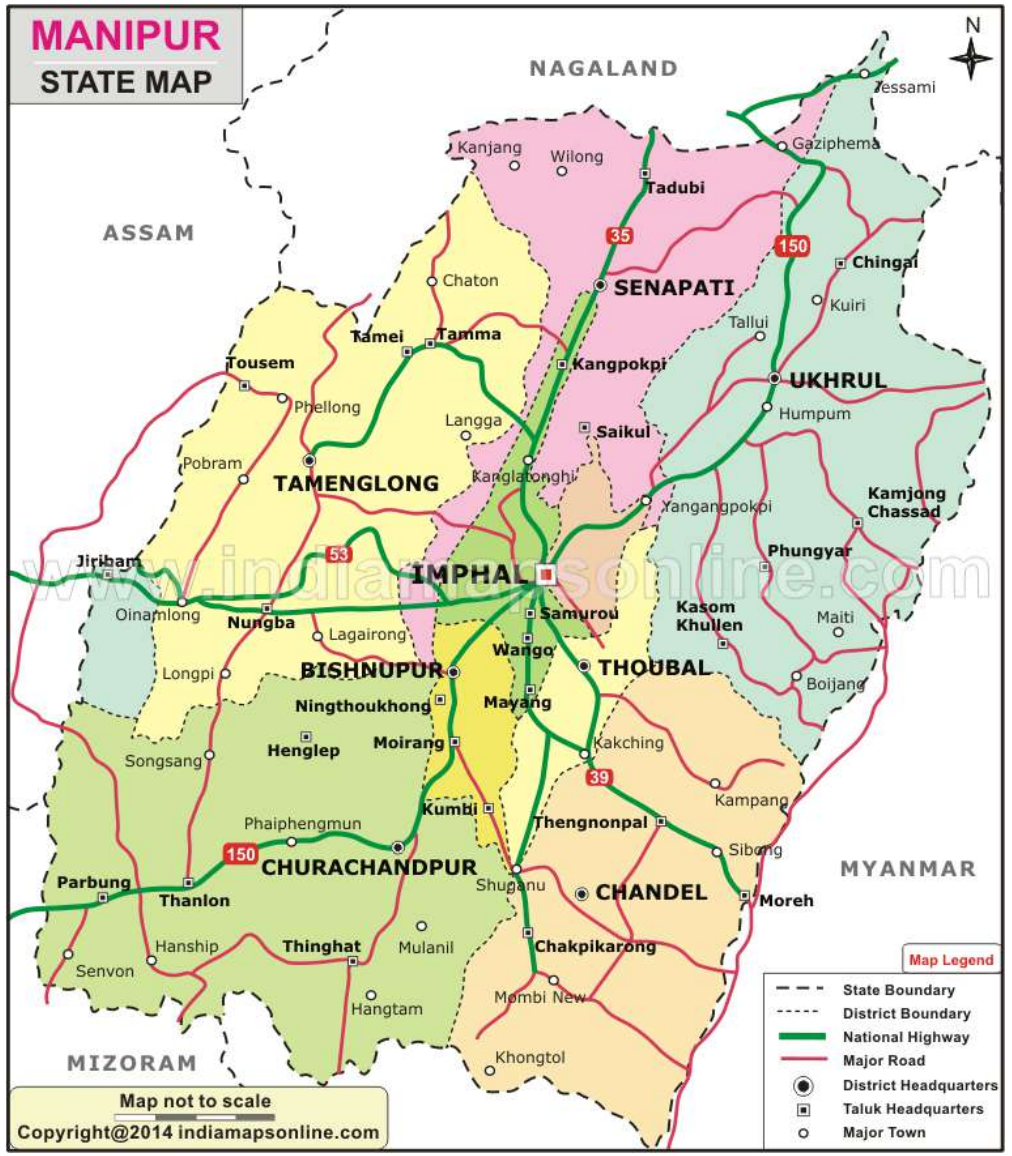

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ

বড় ধরনের যুদ্ধ ৪ টি

কাশ্মীর

জম্মু-কাশ্মীর ৪৫%

আজাদ কাশ্মীর ৩৫%

আকসাই চীন ২০%

কাশ্মীর সংকট

- সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশরা কাশ্মীরকে শাসন করে নাই। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা গলাব সিংয়ের সাথে ব্রিটিশরা অমৃতসর চুক্তি সম্পাদন করেন। আর এ চুক্তির মাধ্যমে রাজা গলাব সিং ৭৫ লাখ রূপির বিনিময়ে কাশ্মীরকে ব্রিটিশদের নিকট থেকে কিনে নেন। কাশ্মীর চলে গেল হিন্দু রাজার দখলে যদিও কাশ্মীরের বেশিরভাগ লোক ছিলো মুসলিম।

- ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং। ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিংয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বিদ্যমান সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র পাহাড়ি গোত্রের যোদ্ধারা কাশ্মিরে ঢুকে পড়ে। হরি সিং বুঝতে পারেন যে, ভারতের সাহায্য দরকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করলে নেহেরু ও প্যাটেল উভয়ই এই শর্তে সৈন্য পাঠাতে রাজি হন যে মহারাজা ভারতের "সংযোজন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এর ফলে ভারতের হাতে কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগের দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে। হরি সিং চুক্তি স্বাক্ষর করেন ও ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করে। শুরু হয় পাক-ভারত সংঘাত যা চলে ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। আর এটিই হলো প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ।

প্রথম যুদ্ধ

১৯৪৭-৪৯

UNSC 47 Resolution

- ২২ এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখে কার্যকর হয়।
- Line of Control নির্ধারিত হয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ ১৯৬২

আকসাই চীন নিয়ে যুদ্ধ।

Line of Actual Control

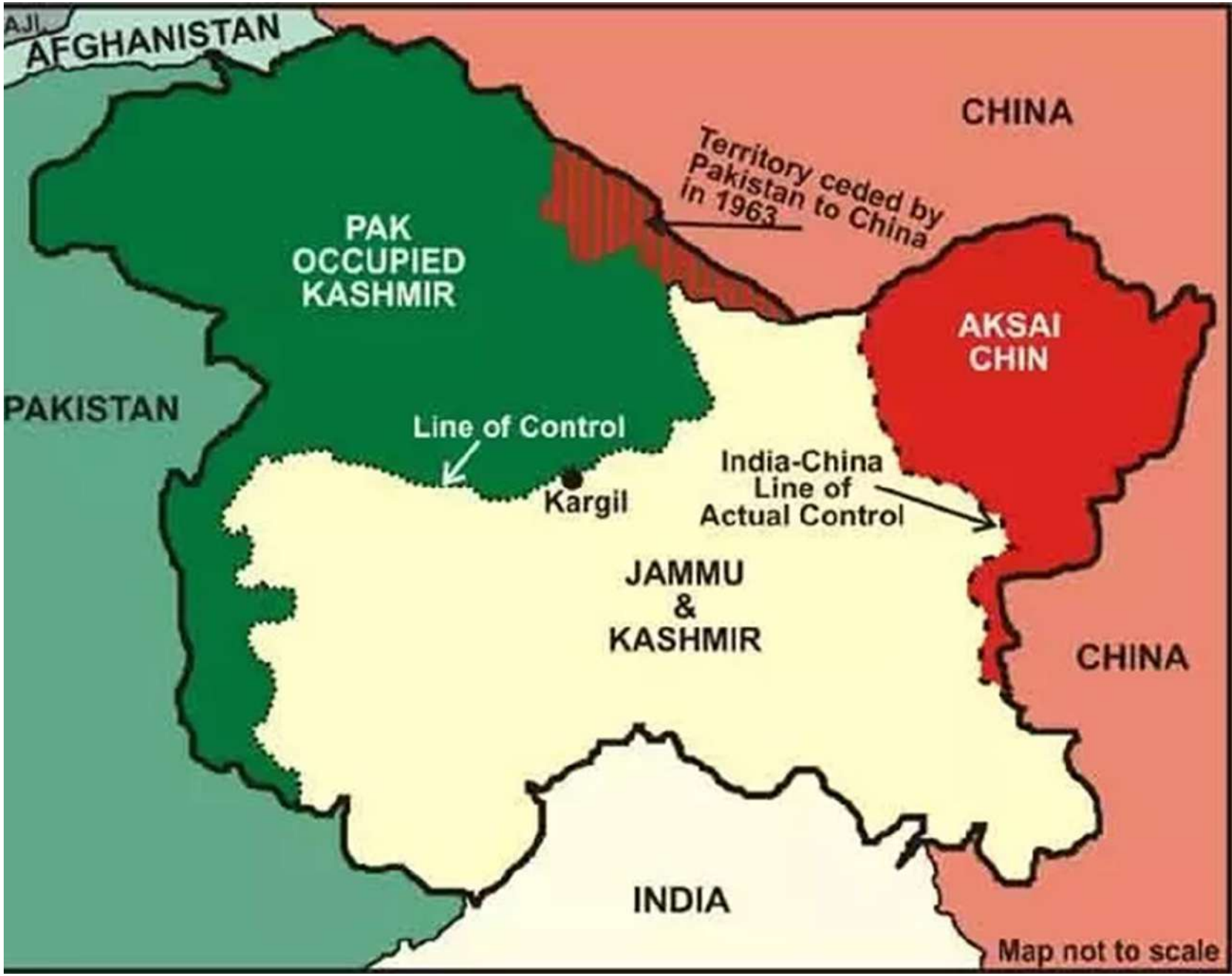

দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৬৫-৬৬

অস্ত্রবিরতি কার্যকর তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে।

তৃতীয় যুদ্ধ

৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কারগিল যুদ্ধ

১৯৯৯

- আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন সমস্যা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা, তিস্তাসহ ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। এসব নদীর প্রবাহ ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে বলে বাংলাদেশ পানির প্রবাহের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল।

ভারত ১৯৭৫ সালে গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে উজানে এককভাবে পানি প্রত্যাহার শুরু করলে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমা অঞ্চলের জেলাগুলো মরুভূমিতে পরিণত হওয়া শুরু হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি হলেও বাংলাদেশে গঙ্গার পানি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানির হিস্যা নিয়ে বাংলাদেশ বহুবার ভারতের সাথে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে বাংলাদেশ সে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারেনি যার একমাত্র কারণ ভারতের অসহযোগিতা।

•ফারাক্কা বাঁধ সংকট

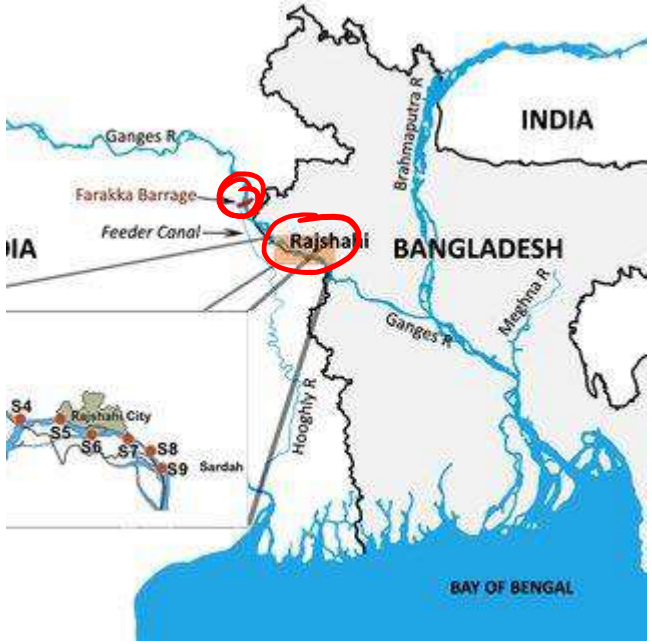
Ganges R
Farakka Barrage
Feeder Canal
Rajshahi
INDIA
BANGLADESH
Brahmaputra R
Meghna R
Ganges R
Hooghly R
S4
Rajshahi City
S5
S6
S7
S8
S9
Sardah
BAY OF BENGAL

FARAKKA BARRAGE NOW A THREAT TO INDIA
GANGES
PATNA
Different parts of Patna and 12 other districts in Bihar flooded by the swelling Ganges River
FARAKKA BARRAGE
Hilsha shoals are changing migration routes from Hooghly to Meghna estuary, dropping Hilsha catch in West Bengal by 56% between 2002 and 2017
HOOGHLY
PADMA
Water level at Padma River likely to cross the danger level at 18.50cm and lead to flooding
KOLKATA
Annual silt dredging at Kolkata Port quadrupled from 6.40 million m³ to

ফারাক্কা বাধ

- পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা
- রাজশাহী থেকে ১১ মাইল (১৬.৫ কি. মি.)

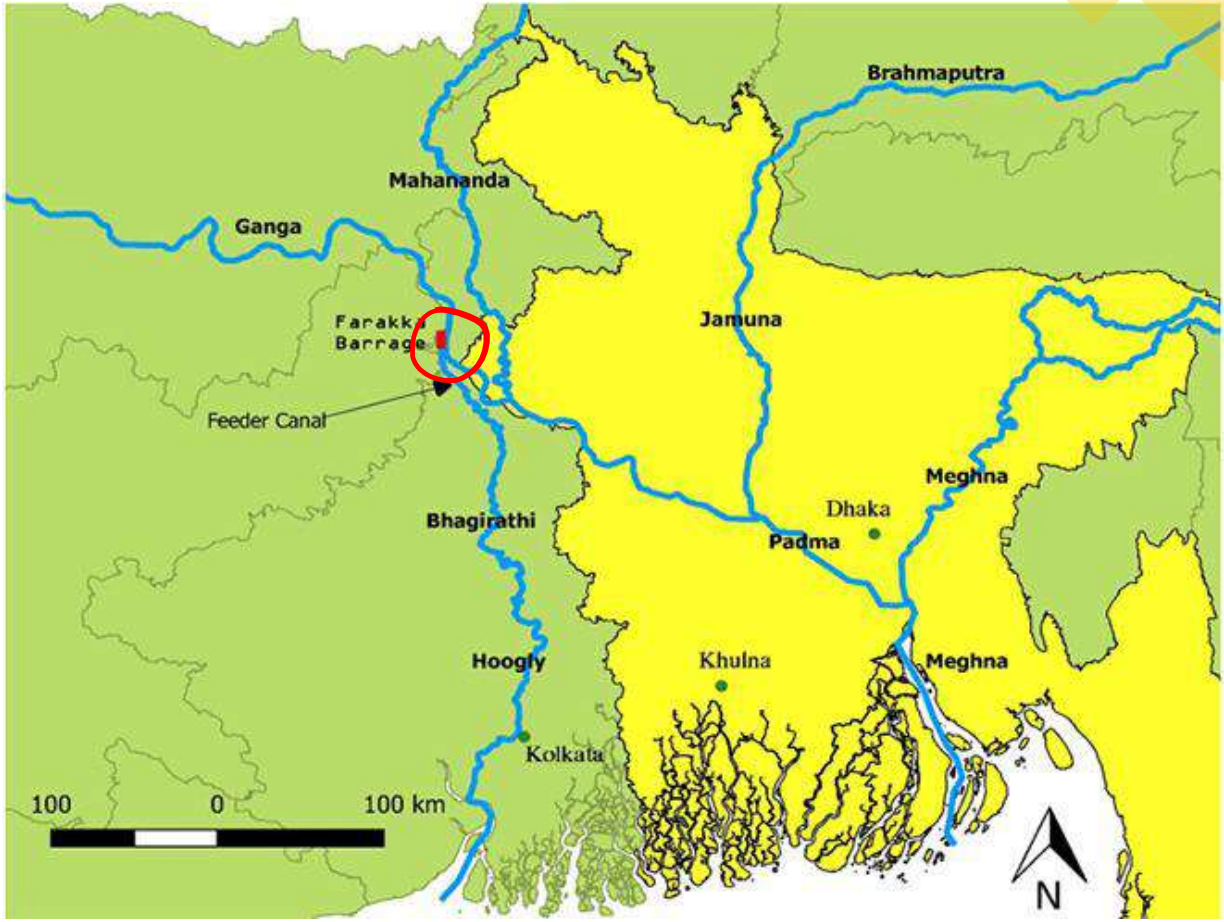

- গংগা নদীর ওপর নির্মিত
- নির্মাণঃ শুরু- ১৯৬১ শেষ- ২১ নভেম্ববর ১৯৭৫
- ১৬ মে ১৯৭৬ লংমার্চ- মাওলানা ভাসানী
- ১৬ মে- ফারাক্কা দিবস

ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতি

- শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি অপসারণের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
- পদ্মার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর অববাহিকায় বিশেষ করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ভূগর্ভস্থ পানির প্রথম স্তর ৮-১০ ফুট জায়গা বিশেষে ১৫ ফুট নিচে নেমে গেছে।
- ফারাক্কা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর (পদ্মা) প্রবাহে চরম বিপর্যয় ঘটে।
- পানি অপসারণের জন্য ৭৫ হাজার পুকুর, হাওর, বাওর অর্ধেক বছর ধরে পানি শূন্যতায় ভুগছে।
- ফারাক্কা বাঁধের জন্য মাছের সরবরাহ কমে যায় এবং কয়েক হাজার জেলে বেকার হয়ে পড়েন।
- শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের ৩২০ কিলোমিটারের বেশি নৌপথ নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
- ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর বেশিরভাগ জায়গায়ই ৩ মিটারের বেশি কমে গেছে।

- ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি

1. ১৯৭২ সাল - বাংলাদেশ এবং ভারত একটি জয়েন্ট রিভার কমিশন (জে আর সি) গঠন করে।
2. ১৯৭৪ সাল - ভারত সম্মতি প্রকাশ করে যে বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়া তারা পানি অপসারণ করবে না।
3. ১৯৭৭ সাল - ৫ বছরের জন্য একটি চুক্তি করা হয়।
4. ১৯৮৫ সাল - আরও তিন (১৯৮৬-৮৮) বছরের জন্য পানি বণ্টনের চুক্তি করা হয়।
5. ১৯৯৬ সাল - ৩০ বছরের জন্য সাক্ষরিত হয়। বলা হয়েছে, গঙ্গার মূলপ্রবাহের সমান ভাগ পাবে উভয় দেশ।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হয় – ২৬ নভেম্বর ১৯৭৬

এজেন্ডা-২১ এর অন্তর্ভুক্ত

এ পর্যন্ত চুক্তি – ৫টি

সর্বশেষ – ১৯৯৬

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬

মেয়াদ- ৩০ বছর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা – দেব গৌরা

- তিস্তা সংকট

✓তিস্তা-ভি ড্যাম : প্রকল্পটি ২০০৭ সনে বাস্তবায়ন করা হয়; এটি ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হয়েছে।

✓রংগিত-III : প্রকল্পটি ২০০০ সনে সমাপ্ত হয় এবং এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট।

✓১৯৯৮ সালে নীলফামারীর তিস্তা উজানে ভারতীয় অংশে জলপাইগুড়িতে গজলডোবা বাঁধ নির্মাণের ফলে নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে চলে যায়। এতে ফটক রয়েছে ৫৪ টি। এই বাঁধ নির্মাণের আগে তিস্তা থেকে ২৫০০ কিউসেক পানি পাওয়া যেত। এখন পানি প্রবাহের পরিমাণ ৪০০ কিউসেকেরও কম।

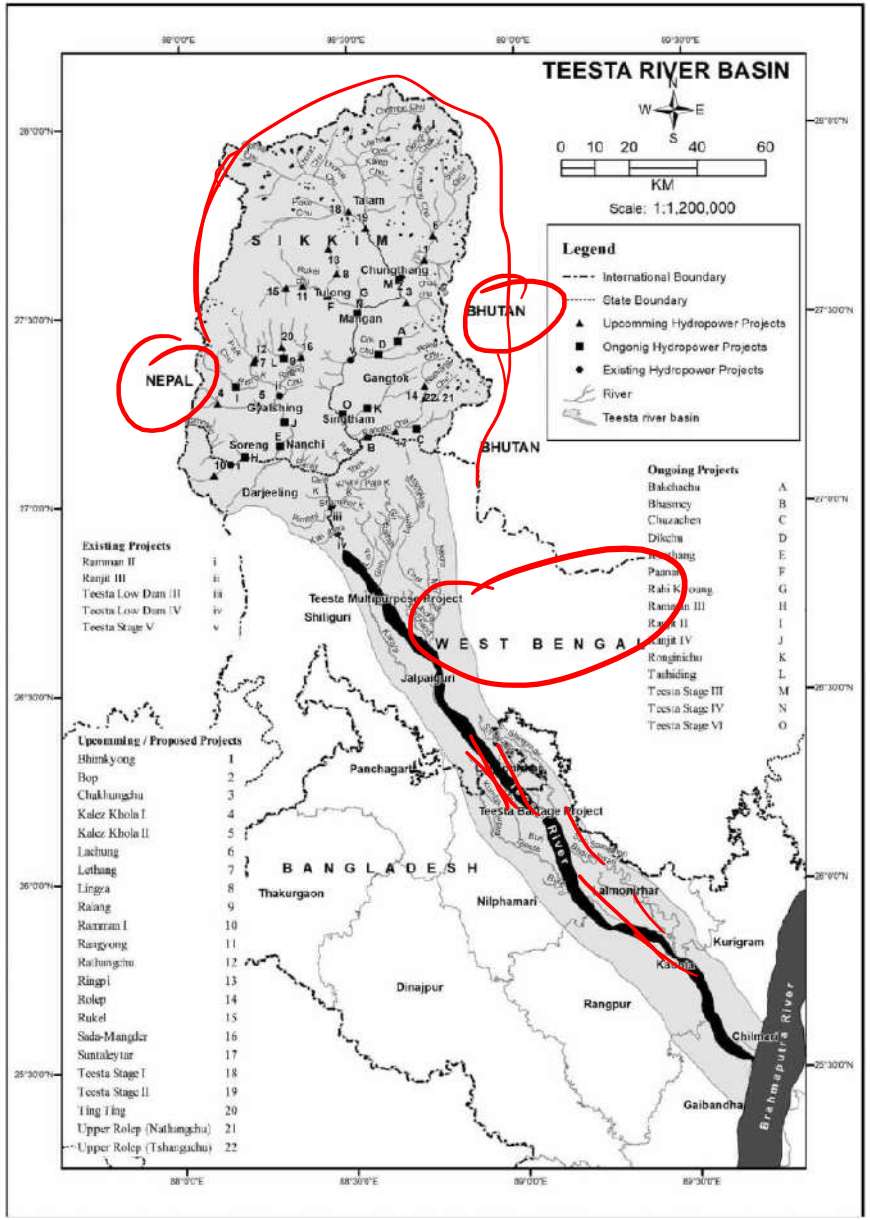

WHY BENGAL NEEDS TEESTA

THE ISSUE

If Prime Minister Sheikh Hasina can convince her people that India has given them a fair deal in the Teesta water dispute, it will be a big breakthrough for her. But Mamata Banerjee — among the five chief ministers originally scheduled to accompany Singh, she is the only one affected by the Teesta treaty — has to take Bengal's interests into account

THE DEAL

According to a tentative deal, Bangladesh and India are to share the water equally. Now Bangladesh gets 25%. A clause was to have been introduced to allow India to draw more water during certain months

Dzongu

The 315km-long Teesta (*tri-srota* or three streams) originates from this glacier in Sikkim

Bangladesh

The neighbour depends on the Teesta waters, especially for irrigation downstream during the dry December-March period

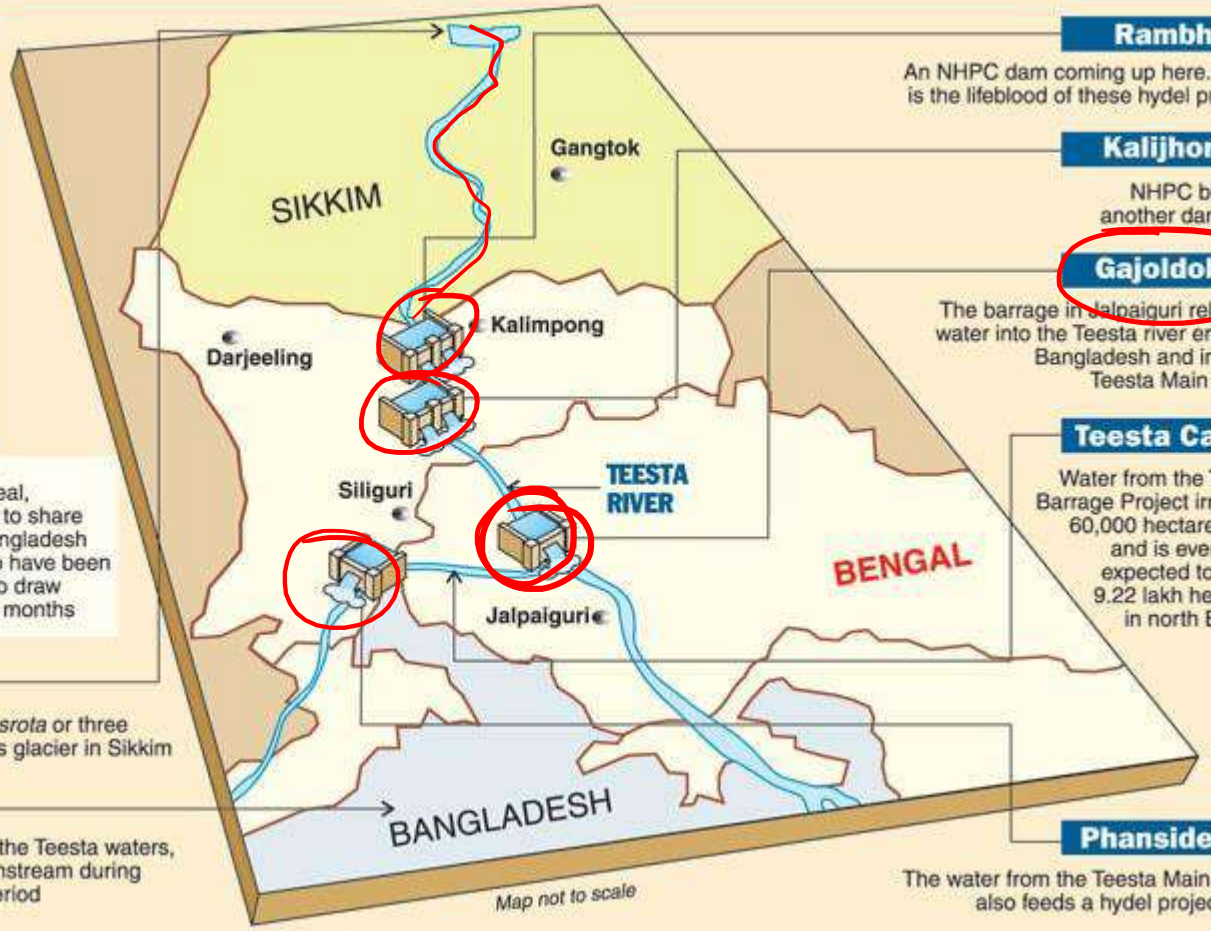

Rambhi

An NHPC dam coming up here. Water is the lifeblood of these hydel projects

Kalijhora

NHPC building another dam here

Gajoldoba

The barrage in Jalpaiguri releases water into the Teesta river entering Bangladesh and into the Teesta Main Canal

Teesta Canal

Water from the Teesta Barrage Project irrigates 60,000 hectares now and is eventually expected to cover 9.22 lakh hectares in north Bengal

Phansidewa

The water from the Teesta Main Canal also feeds a hydel project here

বাংলাদেশের ক্ষতি

- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের ‘Rice bowl' হিসেবে পরিচিত রংপুর এলাকার অন্তত ১ লাখ হেক্টর জমি শুষ্ক মৌসুমে চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠছে।
- তিস্তার জলসম্পদের সঙ্গে যাদের জীবিকা সরাসরি জড়িত (যেমন: জেলে, মাঝি ইত্যাদি), তারা বেকার হয়ে যাচ্ছেন।
- মৎস সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারীর মানুষজনের জীবন হুমকির মুখে পড়েছে।
- তিস্তা পানি সংকটের কারণে উত্তরাঞ্চল মরুকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে।জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ

স্থান- জলপাইগুড়ি

- তিস্তা সমঝোতা স্মারক-১৯৮৩
- তিস্তা খসড়া চুক্তি-২০১১
- চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৪৮%

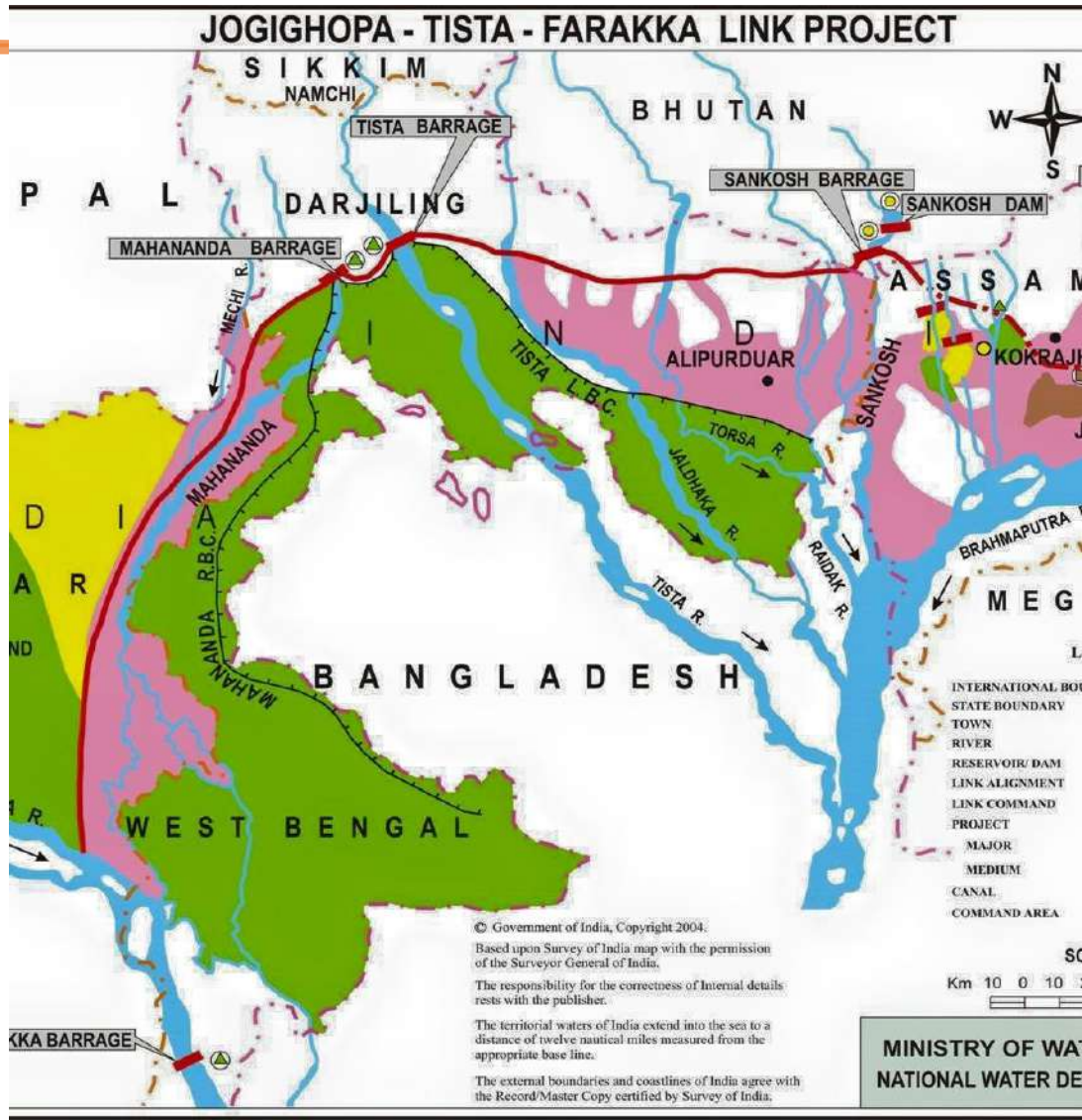

তিস্তা নিয়ে বিভিন্ন চুক্তির টাইমলাইন

- ১৯৮৩ সাল - দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টনে চুক্তি হয় যে ৩৬% পাবে বাংলাদেশ, ৩৯% পাবে ভারত, এবং ২৫% নদীর জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
- ২০০৭ সাল - একটি যৌথ বৈঠকে বাংলাদেশ তিস্তা জলের ৮০% দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে আর বাকি ২০% নদীর জন্য সংরক্ষনের প্রস্তাব দিলে ভারত নাকচ করে দেয়।
- ২০১১ সাল - প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে জল বণ্টনে তিস্তা চুক্তি সাক্ষরের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীতে কোনো চুক্তি হয়নি।
- ২০১৪ সাল - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁধায় সম্ভব হয়নি।

টিপাইমুখ বাঁধ

মণিপুর রাজ্য

বরাক ও তুইভাই

নদী

সিলেটের জকিগঞ্জ

থেকে ১০০ কি. মি.

টিপাইমুখ বাঁধ সমস্যা

- বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে ভারতের মণিপুরে বরাক ও টুইভাই নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ গ্রাম। সেখানে বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে ভারত নির্মাণ করছে টিপাইমুখ বাঁধ। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের সুরমা-কুশিয়ারা ও মেঘনার প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমগ্র সিলেট অঞ্চলে নেমে আসবে মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়।

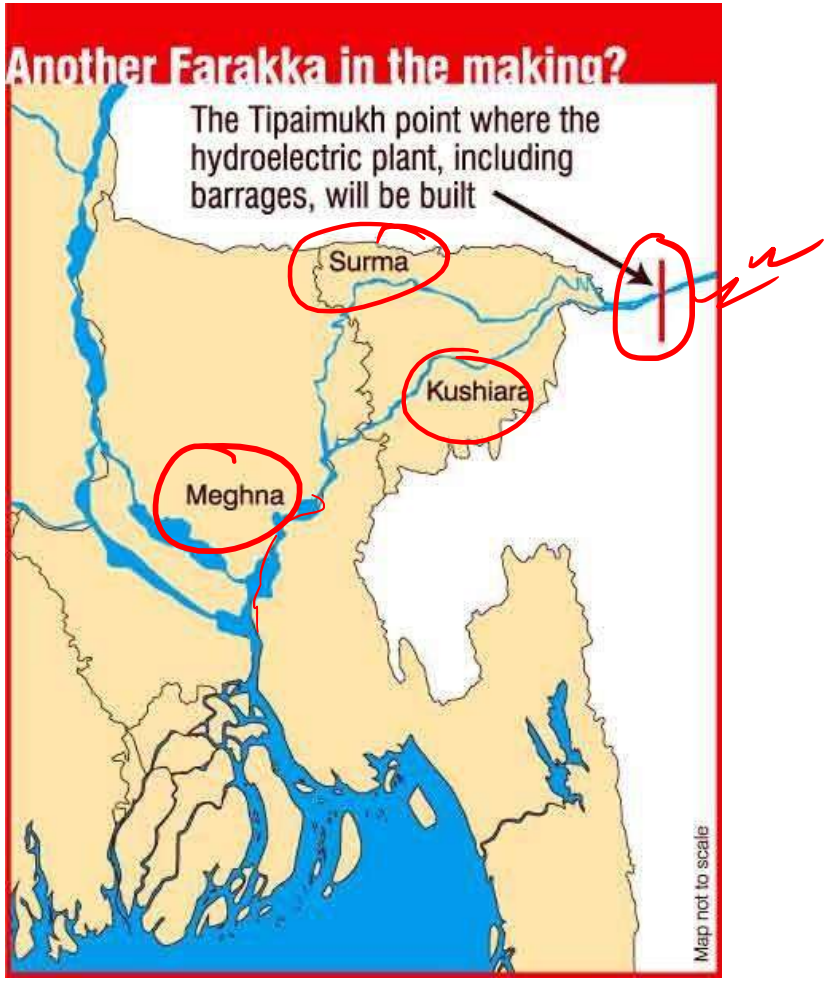

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

- Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) যা বাংলায় সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নামে নতুন এক চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে দুই দেশ।

বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে রুপিতে লেনদেন

- ১১ই জুলাই ২০২৩ থেকে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রুপির ব্যবহার শুরু করেছে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন ডলার ভারতে রপ্তানি করে। এখন, এই রপ্তানি করা বাবদ যে অর্থ বাংলাদেশ পাচ্ছে সেই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ আমদানিও করতে পারবে। অর্থাৎ, এই ২ বিলিয়ন ডলারকে রুপিতে কনভার্ট করলে যে অর্থ দাড়ায় সেই অর্থের সমপরিমাণ দ্রব্য বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করতে পারবে । এতে সুবিধা হচ্ছে, টাকা থেকে ডলার, আবার ডলার থেকে রুপি এই দুইভার কনভারশনে বেশ কিছু টাকা লস হতো। এখন একবার কনভার্শনে (টাকা টু রুপি) এই লসের পরিমাণ কমে যাবে।

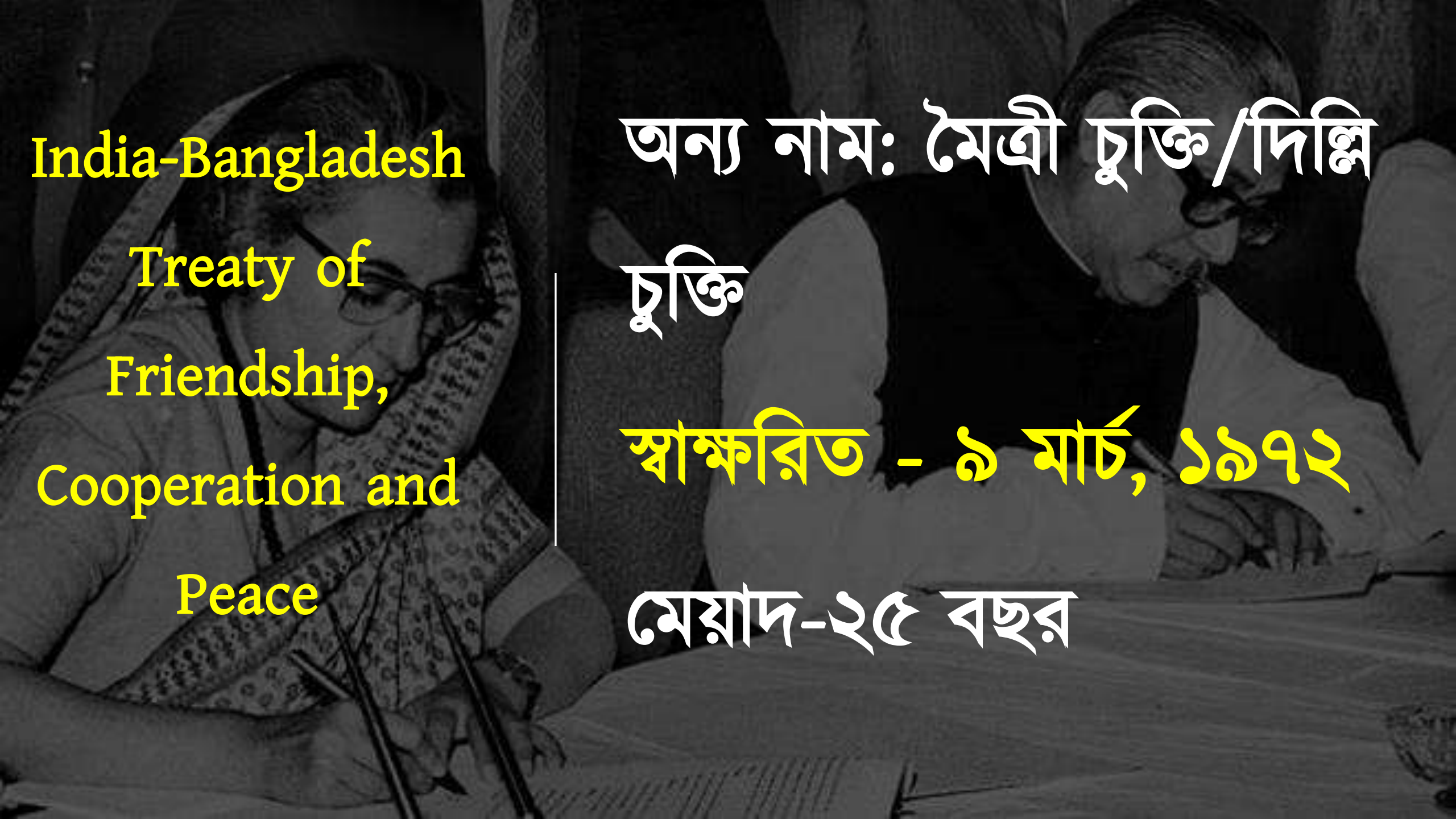

India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace

অন্য নাম: মৈত্রী চুক্তি/দিল্লি চুক্তি

চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ৯ মার্চ, ১৯৭২

মেয়াদ-২৫ বছর

সীমান্ত বিনিময় চুক্তি

অন্য নাম: ছিটমহল বিনিময়/সীমান্ত চুক্তি/ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি

স্বাক্ষরিত - ১৬ মে ১৯৭৪

কে কবে অনুমোদন দেয়: বাংলাদেশ- ১৯৭৪

ভারত - ২০১৫

কার্যকর: ১ আগস্ট ২০১৫

ভারত-বাংলাদেশ অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি

স্বাক্ষরিত -

২৭ জানুয়ারি

২০১৩

ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয় ১৮৫৮ সালে।
- ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট UK-এর থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে ।

- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। (জনসংখ্যার ভিত্তিতে)
- হাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন । তার গ্রন্থ: "The Story of My Experiments With Truth'
- ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল ।
- ভারতের মিসাইলম্যান - এ পি জে আব্দুল কালাম। তার গ্রন্থ "Wings of Fire"।
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত উক্তি: 'দেশ ভাল হয় যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভাল হয়।
- উপমহাদেশের রাজনীতিতে লৌহমানবী নামে পরিচিত ইন্দিরা গান্ধী।
- জাতিসংঘের প্রথম মহিলা সভানেত্রী ছিলেন ভারতের বিজয় লক্ষী পন্ডিত। 'নাইটিঙ্গেল অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু।
- "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থটির রচয়িতা রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
- ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদটি ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরের রামকোট হিলের উপর অবস্থিত ছিল । এটি নির্মিত হয় ১৫২৭ সালে।

- বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয় ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে। এ ধ্বংসের ঘটনায় লিবার হ্যাগ কমিশন গঠিত হয় ।
- ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের পবিত্র মন্দির হলো- স্বর্ণমন্দির।
- তাজমহল সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত। তাজমহলের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা। তাজমহল ভারতের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। তাজম নির্মাণকাল ১৬৩২-১৬৫৩ সাল । ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান। ভারতের সাংবিধানিক ভাষা ২২-টি।
- ব্ল্যাক ক্যাট - ভারতের কমান্ডো বাহিনী।
- আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী - পোর্ট ব্লেয়ার।
- বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় - ভারতের চেরাপুঞ্জিতে।
- ভারতের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ।
- বোফোর্স অস্ত্র কেলেঙ্কারি ঘটেছিল - ১৯৮৬ সালে।
- ভারতের জাতীয় পাখি - ময়ূর।
- ভারতে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত NRC (National Register of Citizen) এর সংস্কার হয় ২০১৭ সালে। ভারতের সংবিধান ও নাগরি আইন ১৯৫৫ হলো NRC ভিত্তি।

- কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৭ সালে।
- কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী - শ্রীনগর এবং শীতকালীন রাজধানী- জম্মু।
- ভারতীয় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির অর্থ- জম্মু-কাশ্মিরকে প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার ।
- ৩১ অক্টোবর ২০১৯ থেকে রাজ্যের মর্যাদা হারায় জম্মু-কাশ্মীর। ওই দিন থেকে জম্মু- কাশ্মীর ও লাদাখ পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পায়। ভারতের রাজ্যের সংখ্যা ২৮ টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা ৮ টি ।
- ভারতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৩৭ ও ৩৫(ক) ধারা বিলুপ্তির পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মিরকে জম্মু-কাশ্মির ও লাদাখ-কারগিল অংশে বিভক্ত করা হয়।

শ্রীলঙ্কা

- পূর্বনাম সিলন (Ceylon)
- প্রশাসনিক রাজধানী - **শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে**
- কলম্বো (বানিজ্যিক রাজধানী)

- অ্যাডামস পীক শ্রীলংকায় অবস্থিত।

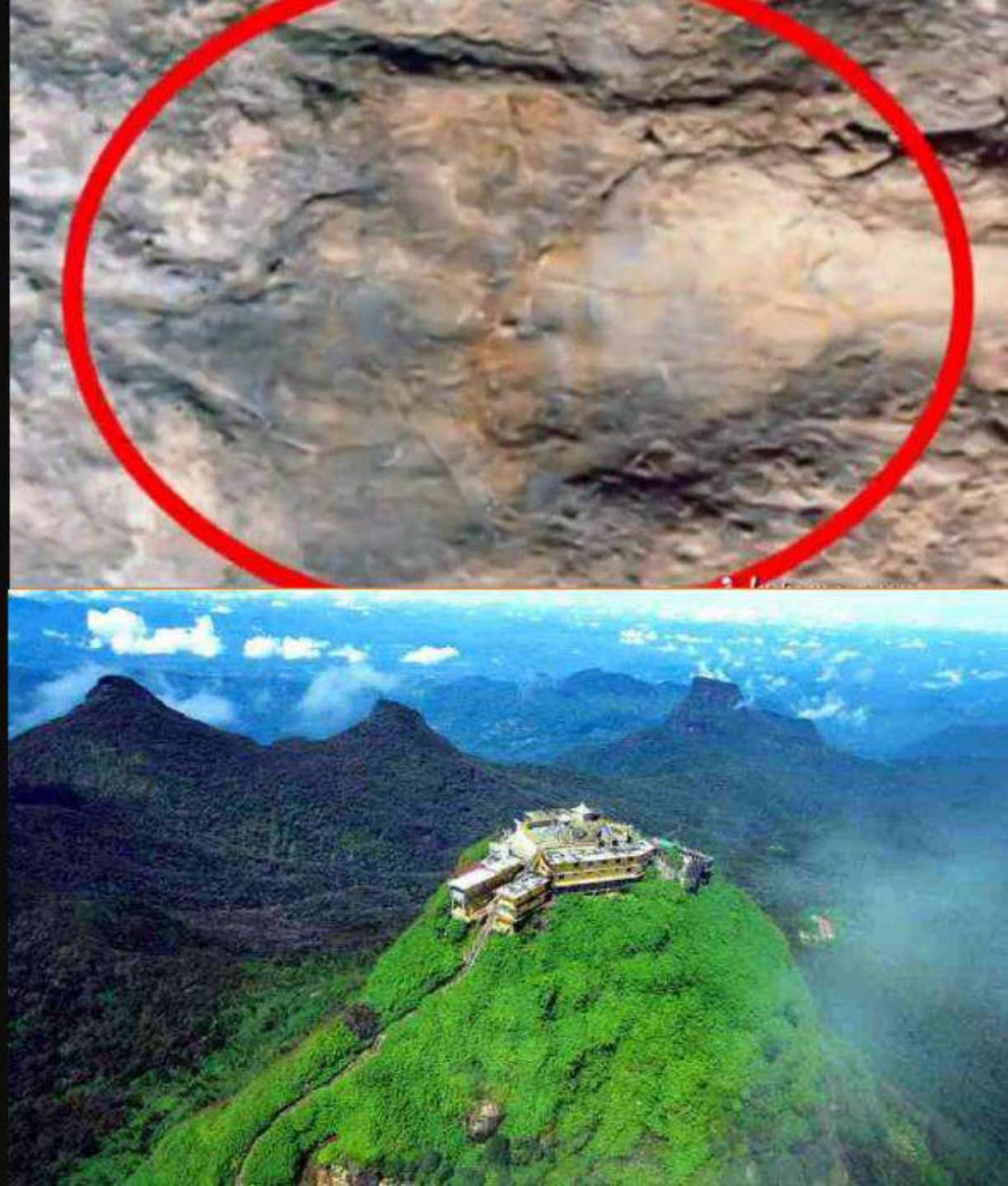

- এ্যালিফ্যান্ট পাস শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত।

প্রেসিডেন্ট

Ranil Wickremesinghe

প্রধানমন্ত্রী

Dinesh Gunawardena

LTTE

- Liberation Tigers of Tamil Eelam
- শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতাকামী গেরিলাগোষ্ঠী।
- এদের রাজধানী - জাফনা।
- শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়: ১৯৮৩ সালে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয় ১৯ মে, ২০০৯।
- শ্রীলঙ্কা সরকার ও তামিল গেরিলাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে নরওয়ে।

ভুটান

- ‘বজ্র ড্রাগনের দেশ’(The Land of the Thunder Dragon) বলা হয়।

- ভুটানের ভাষা হল – দোজাংখা (Dzongkha)
- ভুটানের মুদ্রা – গুলট্রাম (ngultrum)

- ৬ ডিসেম্বর,
  ২০২০ বাংলাদেশ ও ভুটান একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- এটি বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি।
- চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে এবং বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে।

- বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি সই হয় - মার্চ ২২, ২০২৩।
- Agreement on movement of traffic-in-transit and protocol

ডোকলাম

মালভূমি/উপত্যকা

- চীন-ভারত (সিকিম অংশ)-ভুটানের সীমান্তে অবস্থিত। চীনে ডোকলাম মালভূমি অংল্যাহ এবং ভারতে ডোকমা নামে পরিচিত।

নাথাং: ভারত-ভুটান-চীন সীমান্তবর্তী গ্রাম।

- ১ম নারী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট: বিদ্যা দেবী ভান্ডারী।

ভারত-নেপালের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

- কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ কৌশলগত অঞ্চল: ভূখণ্ডগুলো ভারত, নেপাল ও চীন দেশের সংযোগস্থল।
- লিপুলেখ গিরিপথ: ভারতের উত্তরাখণ্ড, চীনের তিব্বত এবং নেপাল অর্থাৎ ৩ দেশের সীমান্তবর্তী হিমালয়ের গিরিপথ। সাগাউলি চুক্তি অনুসারে, লিপুলেখ নেপালের অংশ।
- লিপুলেখ পাস: কালাপানি উপত্যকার সর্বোচ্চ চূড়া লিপুলেখ পাস নামে পরিচিত। লিপুলেখ পাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন তীর্থস্থান কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদের অবস্থান। অঞ্চলটি কালি নদীর অন্যতম প্রধান জলপথ।
- কালাপানি: লিপুলেখ গিরিপথের দক্ষিণের ভূখণ্ডটি কালাপানি।

মায়ানমার

The Republic Of The Union Of Myanmar

রাজধানী – নেপিদো

মুদ্রা – কিয়াট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – জাপানের অধীন

স্বাধীনতা – ১৯৪৮

সংবিধান – ২০০৮

সামরিক শাসন- ১৯৬২

সংবিধান প্রণয়ন – ২০০৮

২৫% সংসদীয় আসন সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

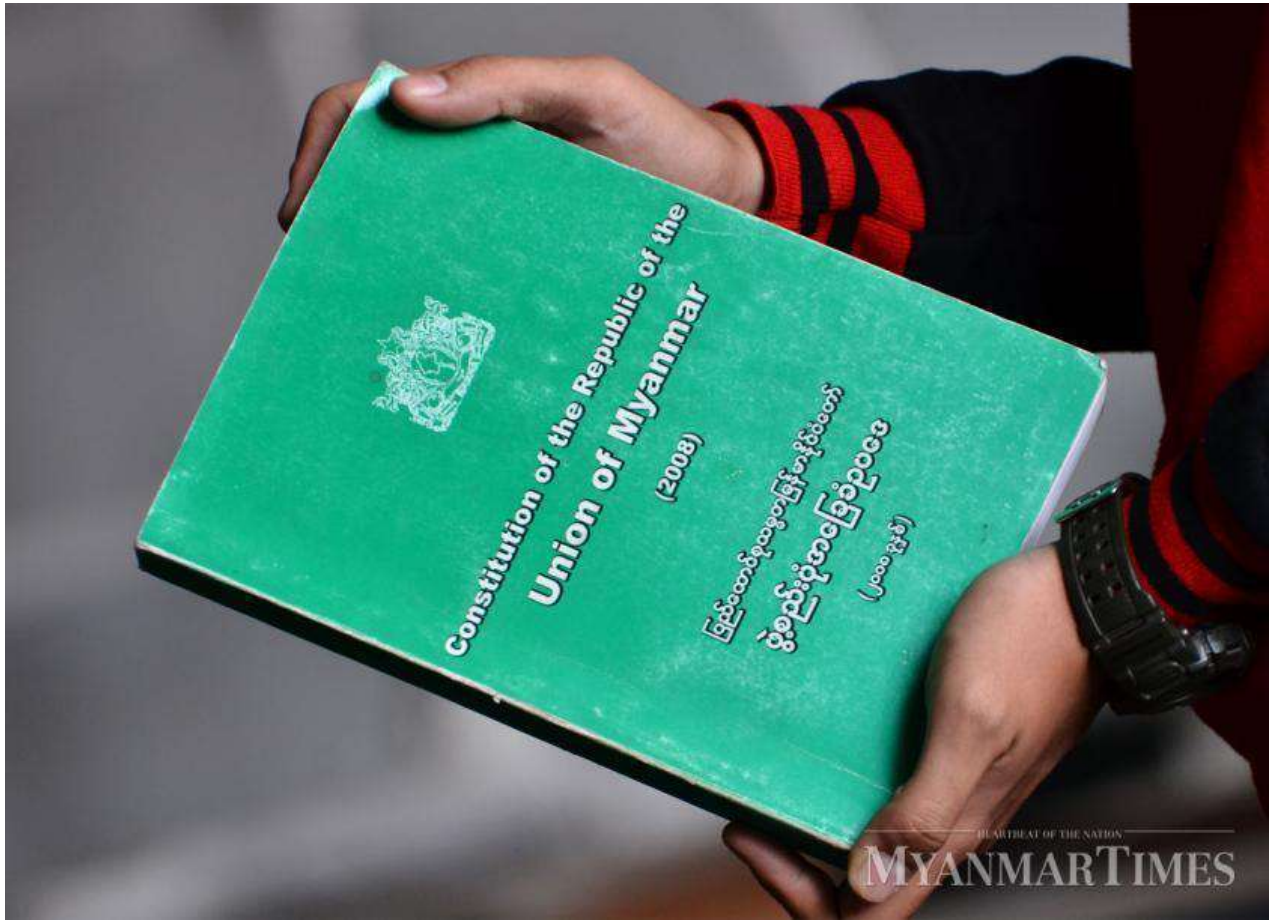

পার্লামেন্ট প্রিদাংসু হুথাও

উচ্চকক্ষ – এমিওথা হুথাও

নিম্নকক্ষ - পিথু হুথাও

জাফরানি আন্দোলন হয় মায়ানমারে ২০০৭ সালে।

Saffron

Movement

২০০৭

অং সান সুচি

ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি – ~~১৯৮৮~~

নির্বাচনে জয় লাভ – ~~২০১৫~~

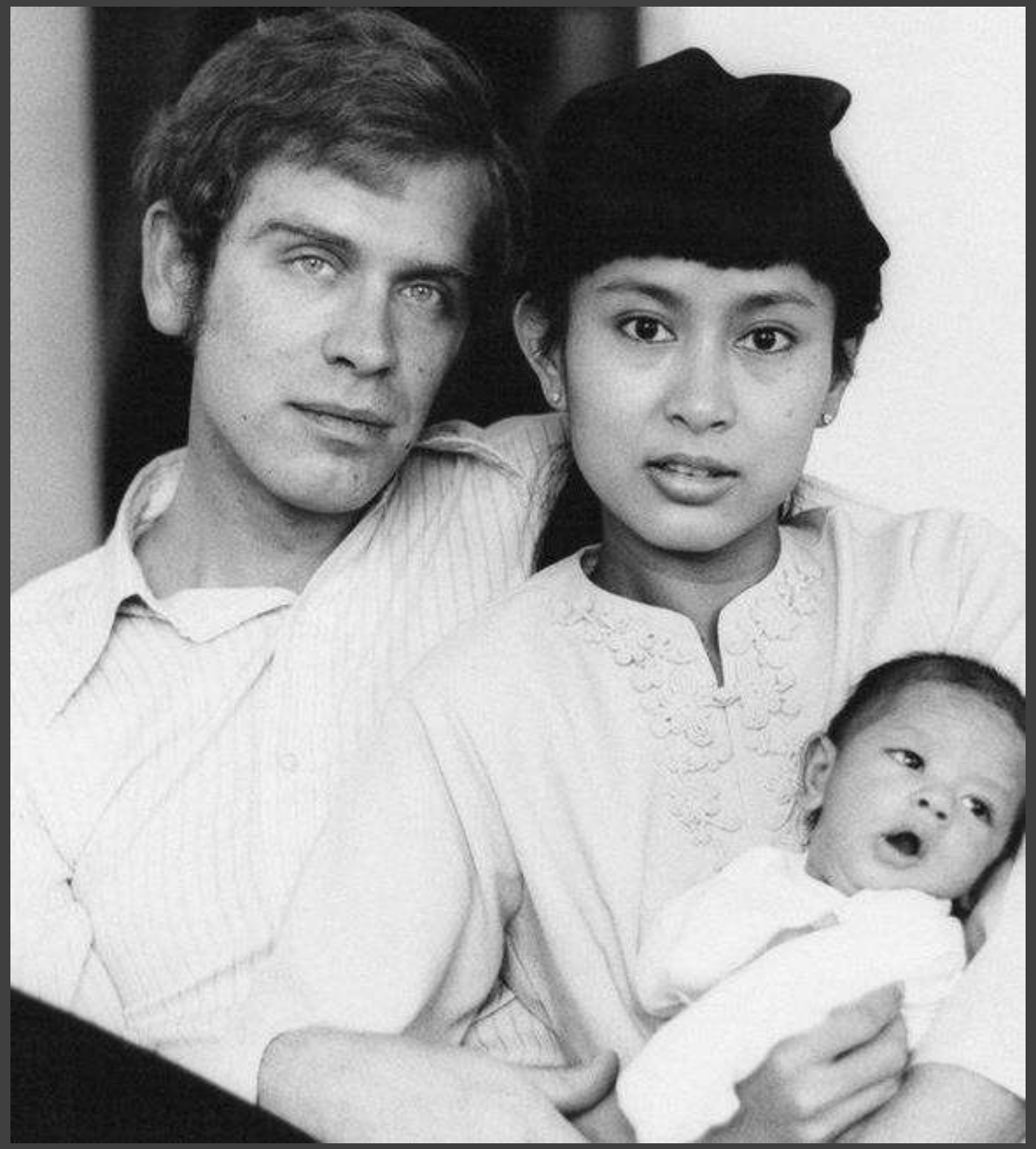

.২০১৫ সালের নির্বাচনে জিতে স্টেট কাউন্সিলর হন সূচি।

- ২০২০ সালের নির্বাচনে আবারও – NLD এর জয় পায়।

কিন্তু Union Solidarity and Development Party নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে।

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ – সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

২ আগস্ট, ২০২১

স্টেট এডমিনিসট্রেশন কাউন্সিল থেকে কেয়ারটেকার গভার্নমেন্ট অব মায়ানমার গঠন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী হন সেনা প্রধান মিন অং হ্লাইয়াং।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ছিল মিত্র বাহিনীর পক্ষে। ১৯৪২ সালের মধ্যে জানুয়ারি দিকে জাপান বার্মা আক্রমণ করে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে শুধুমাত্র বার্মায় জাপানি সেনাদের হাতে অন্তত ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তখন প্রায় ৫০ হাজার রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে চট্টগ্রামে ঢুকেছিল। এছাড়া আরাকানের স্থানীয় রাখাইনদের বৌদ্ধ মগদের) সঙ্গে এসব উদ্বাস্ত মুসলিম রোহিঙ্গাদের বেশ কিছু দাঙ্গাও হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মে মাসে রাখাইন প্রদেশের মুসলিম রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন। তাদের প্রস্তাব ছির রাখাইন প্রদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তক করে বুথিডং ও মংদৌ নামে দুটি শহরের একত্রীকরণ। এর দুই মাস পর রোহিঙ্গা মুসলিম নেতৃত্ব আকিয়াবে নর্থ আরাকান

- মুসলিম লীগ গঠন করে। তখন রোহিঙ্গা মুসলিমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলাদা প্রদেশ হিসেবে বার্মা থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা কের। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা ব্রিটিশদের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের এই স্বাধীনতার দাবি ধীরে ধীরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে যায়। ১৯৬২ সালে বার্মায় সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল নে উইন বার্মার রাখাইন প্রদেশে মুসলিম সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের দমন করতে অপারেশশ ড্রাগন কিং' পরিচালনা করে। ফলে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসার মধ্য দিয়ে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটির উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে আবারও মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের নিধন শুরু করলে আরও প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। উভয় দেশের সমঝোতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের কিছু অংশ মিয়ানমারে ফেরত গেলেও একটা বড় অংশ এদেশে থেকে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী শুদ্ধি অভিযানের (অপারেশন ক্লিয়ারেন্স) নামে জাতিগত নিধন শুরু করলে তা বর্বরতার সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ফলে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সৃষ্টি হয়।

রোহিঙ্গা

- রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী

১৯৭৪- ভোটাধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়।

১৯৭৮- অপারেশন কিং ড্রাগন চালানো হয়।

২০১৪- ‘রোহিঙ্গা’ শব্দ নিষিদ্ধ করা হয় মায়ানমারে।

রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নাম – কালার

বাংলাদেশি নাম – Displaced People of Myanmar

২৫ আগস্ট ২০১৭ – Ethnic Cleansing চালায় মায়ানমার।

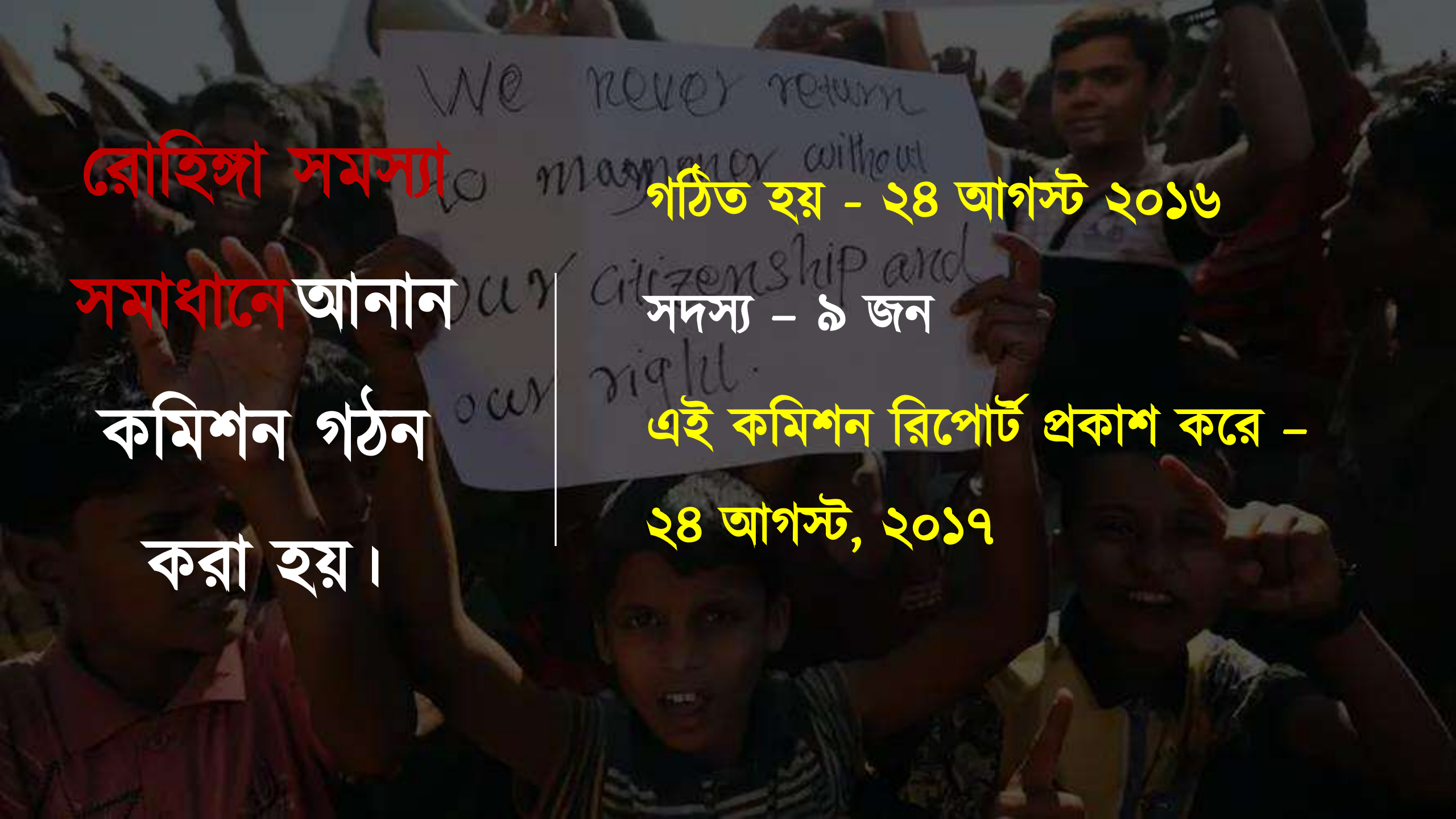

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আনান কমিশন গঠন করা হয়।

গঠিত হয় - ২৪ আগস্ট ২০১৬

সদস্য – ৯ জন

এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে –

২৪ আগস্ট, ২০১৭

- রিপোর্টে ৮৮ টি সুপারিশ করা হয়।

- গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল রোহিঙ্গাদের নাগরিত্ব দিতে হবে মায়ানমারকে।

- রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের ‘সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রহীন সম্প্রদায়’ বলে উল্লেখ করা হয়।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনে সমঝোতা স্মারক

- স্বাক্ষরিত হয় - ২৩ নভেম্বর ২০১৭

অফিসিয়াল নাম- Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhin State

- দফা - ১৯ টি

বাংলাদেশের পক্ষে – আবুল হাসান মাহমুদ আলী স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ ধারা-

- ২০১৬ এর পর যারা আসছে তারা যেতে পারবে।
- ১৯৯২ সালের চুক্তির শর্ত ধরতে হবে।

প্রত্যাবসনের আগের ২ চুক্তির সাল

১৯৭৮

১৯৯২

Bangladesh Myanmar Joint Working Group

১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নিয়ে গঠিত

প্রত্যাবর্তন দ্রুত বাস্তবায়ন করা

আরাকান আর্মি

- রাখাইন ও কাচিন প্রদেশের বিদ্রোহী দল।
- সশস্ত্র বাহিনীর নাম – United League of Arakan (ULO)

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

সদর দপ্তর – লাইজা, কাচিন

আফগানিস্তান

- আফগানিস্তানে পশতুন জাতিগোষ্ঠির সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ট।
- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ১৯৭৩ সালে। বাদশাহ জহির শাহ হলেন শেষ আফগান বাদশাহ । তাকে উৎখাত করে ১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন দাউদ খাঁ।
- আফগানিস্তান একটি Land Locked Country বা স্থলবেষ্ঠিত দেশ ।
- হেরাত, কান্দাহার, মাজার-ই শরীফ প্রভৃতি আফগানিস্তানের শহর ।
- পৃথিবীর সর্বোচ বৌদ্ধমূর্তি ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ানে।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম জিরগা (National Assembly)। নিম্নকক্ষ- ওলেসি জিরগা (Wolesi Jirga/House of The People)। উচ্চকক্ষ- মেশরানো জিরগা (Meshrano Jirga/House of the elders)

মালদ্বীপ

- মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি মালদ্বীপে। মালদ্বীপের নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই।
- জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য মালদ্বীপে সাগরতলে মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে প্রভাবিত করবে মালদ্বীপকে।
- আয়তনে এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ - মালদ্বীপ।
- লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ অবস্থিত - আরব সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে।
- চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ও কোনো দেশের সাথে সীমান্ত নেই।